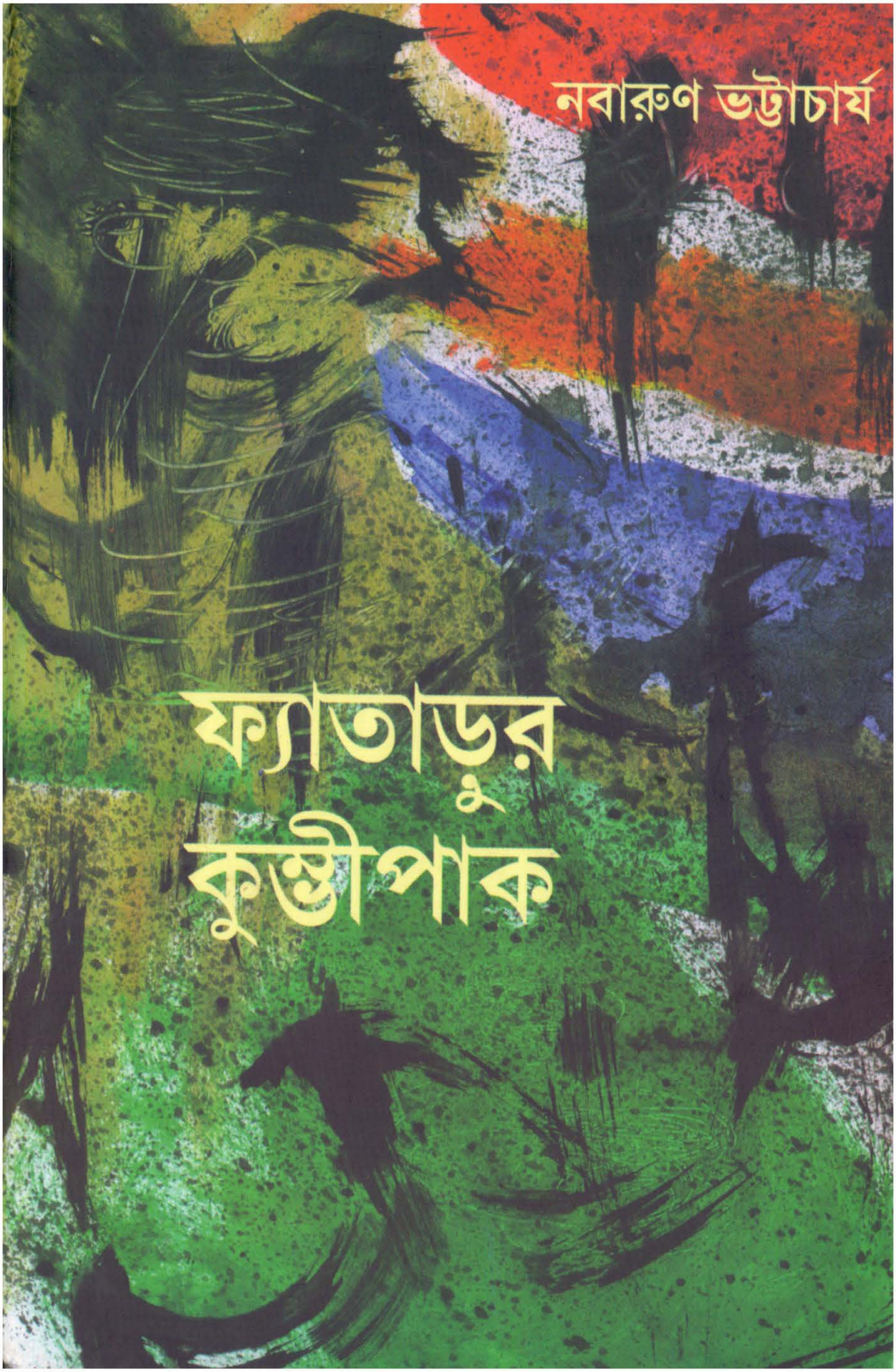

নবারুণ ভট্টাচার্য

ফ্যাতাড়ুর কুম্ভীপাক

সূচিপত্র

অর্থাভাবে ফ্যাতাড়ু ৭

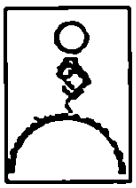

আই পি এল-এ ফ্যাতাড়ু ২১

বসন্ত উৎসবে ফ্যাতাড়ু ৩৬

সুশীল সমাজে ফ্যাতাড়ু ৪৭

টিভির গ্যানজামে ফ্যাতাড়ু ৫৯

ফ্যাতাড়ুর আর. ডি. এক্স ৬৯

pdfpustak.com

pdfpustak.com

অর্থাভাবে ফ্যাতাড়ু

আর মাত্র একুশ দিন বাকি, আর কুড়ি দিন... এরকম করে যে পুজোটা আসছে বলে টিভির চ্যানেলগুলো হেদিয়ে মরছে সেই পুজোটার মুখেই ফ্যাতাড়ুদের মধ্যে যারা স্বনামধন্য সেই মদন, ডি. এস ও পুরন্দর ভাট সাংঘাতিক ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসে পড়ে গেল। বাঁধা ইনকাম না থাকলে এরকম হবেই। যাই হোক এরকম অনেকবারই হয়েছে। বেঁটে, কালো ও মোটা ডি. এস ব্রিফকেস বাজাতে বাজাতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে, পুরন্দর তাকে সামলেছে বা হয়তো চোতা কাগজে লিখেই ফেলেছে,

একটি ক্লান্ত সিকি
রয়েছে ধনের কাছে
পকেটের কোণে
দু-তিনটে বিড়ি হবে
লাথ মেরে এই ভবে
সেঁটে যাব মানকচু বনে

এবারে কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি। কারণ গতকাল, মানে রোববার, মদন বলেছিল— চিন্তার কিছু নেই। সোমবার সকালে সাড়ে আটটা নাগাদ পার্কে ওয়েট করবে। আমি এসে কী করতে হবে না হবে বুঝিয়ে দেব।

ফ্যাতাড়ুদের সম্বন্ধে যাদের আলতো করে হলেও নলেজ আছে তারা

স্যাট করে বুঝে ফেলবে যে এই 'পার্ক' হল ডি. এস-এর বাড়ির কাছেই একটি মিনিসাইজের তেকোণা মাঠ যার আধখানা জুড়ে পেচ্ছাপখানা, বাকি আধখানা শিশু উদ্যান যাতে একটি পিঠভাঙা বেঞ্চি বাদে আর কিছুই নেই। সেই বেঞ্চিটাতে বসেছিল পুরন্দর ও ডি. এস।

ডি. এস ব্রিফকেসের ওপরে মাঝখান থেকে ছেঁড়া একটা লুডোর বোর্ড সাজিয়ে লাল ও হলদে ঘুঁটি নিয়ে খেলছিল একা একা। একটি লাল ঘুঁটিই বেরিয়েছে।

— এগোও না। আর একটু এগোও। ছক্কা ঝেড়ে হলদে বেরোলেই পুঁটকি জাম হয়ে যাবে। ছক্কা, একটা ছক্কা দাও মা। ও মেখে বেরোই। যা বাঁড়া!

অন্যদিকে পুরন্দর একটি হ্যান্ডবিল মার্কা কাগজ থেকে বেশ জোরে জোরে পড়ছিল এবং পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে একটা আধবুড়ো কাক কীভাবে গাছের ডালে বসে এক পা তুলে ঠোঁট চুলকোচ্ছে সেটা দেখছিল।

'যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে সদর্থক সম্পর্কের কথা বলে কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য হল চীনের বিরোধিতা। অন্যদিকে এটাও দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে ইউরোপে ন্যাটোর সম্প্রসারণ ও মধ্য এশিয়ায়...'

— হো গিয়া! লাল, আব তেরা কেয়া হোগা কালিয়া!

'চীনারা দ্রুত রাশিয়ার সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক সহযোগিতাকে জোরদার করে চলেছে।'

— তোমার ওই চীনেম্যান চ্যাংচুং থামাবে?

— কেন থামাব? তোমার লুডো আমি থামাতে বলেচি?

— চীন মারাচ্চে। চীন। চায়নাবাজার জান— হেবি চিপ। তা তোমার ওই চীনের একটা টর্চ কিনলাম। লে, দুদিন পরেই ভোগে। দোকানে গেলাম। ব্যাটারি ফ্যাটারি গলে একসা। সারানোই গেল না। খাজা মাল।

— বোঝাই যাচ্চে যে ভগবান হেডটা দিয়েচে কিন্তু ব্রেনটা দিতে ভুলে গেচে। কোত্থেকে একটা বালের টর্চ কিনল...

— তুমি বলতে চাও আমার বুদ্ধি নেই?

— থাকলে লুডো না খেলে দাবা খেলতে। জান, দাবা? হাতি, বোড়ে, ঘোড়া, রাজা... দেখেছ দাবা খেলা?

— তোমার ওই হাতি ঘোড়ার আমি গাঁড় মারি...

হয়তো ঝগড়াটা আরও জম্পেস হয়ে উঠত যদি না মদনের ঝাপড়া শোনা যেত,

— থামবে। কাজ নেই, কম্মো নেই, সাতসকালে বেকার বাওয়াল!

— আমি তো চুপচাপ লুডো খেলছি.. ও-ই তো কিসব চ্যাংচুং...

— চোপ! আমি কোনো আরগুমেন্ট শুনব না। লুডো গুটোও। তুমিও ওই চোতা-ফোতা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকোও। সামনে বড়ো অ্যাকশন, বিগ পার্টি আসব আসব করচে আর এরা শালা— এই জন্যে ভুক্কাড়দের কিছু হবে না, খেয়োখেয়ি করেই মরবে।

— বিগ পার্টি, মদনদা?

— ভেরি বিগ। কড়কড়ে।

— কী করবে? ব্যাঙ্ক লুট?

— এটা বলে ডি. এস ভালোই করেচো। ব্যাঙ্ক লুট হল গিয়ে ডাকাতি। আমরা ডাকাতও নই, চোরও নই।

— তবে, বিগ পার্টি কি উড়ে উড়ে চলে আসবে?

— একটা রদ্দা ঝাড়ব, ঘাড় কেলিয়ে পড়ে থাকবে। ফের রিপিট করচি, চুরি-ডাকাতি নয়। প্ল্যানটা অন্য।

— সেটাই তো জানতে চাইচি...

এই বলে ব্রিফকেস থেকে দাঁতভাঙা একটা বেবি চিরুনি বের করল ডি. এস।

— দ্যাখো, এই দুনিয়াটা হল, কচি করে, একটা হারামির হাট। এগ্রি?

— ঠিক! ঠিক! হারামি কা হাট।

বড়ো ছাতা, ছোট বাঁট,
হেবি হারামির হাট।

— গুড! গুড! সেরকম একটা গাছহারামিকে টুপিটাপা দিয়ে আমরা

কয়েকটা বিগ পার্টি হুঁয়া সে হিঁয়া করব। লোকটা একটা চুতিয়া বিজনেসম্যান। বড়বাজারের। নাম হল ঢনঢনিয়া।

— মালটাকে কি ক্যালানো হবে?

— উপ্টে ও-ই তোমাকে কেলিয়ে দেবে। টাটায় ছাঁট লোহার কারবার করত। মার্ডার-ফার্ডারও করিয়েচে।

— এখন আর করে না? মানে ছাঁটের বিজনেস।

— না, ওখানে এখন আরও বড়ো পেলেদাররা নেমে পড়েচে। ঢনঢনিয়াও কেটে গেচে। এখন খেলনা আনাচ্চে। চীন থেকে।

— ওফ, ফের সেই চীনেম্যান!

পুরন্দর পকেট থেকে চোতা লিফলেটটা বের করতে যাচ্ছিল, করল না। কিন্তু বলতে ছাড়ল না—

— মদনদা, ডি. এস কিন্তু চীন সম্বন্ধে কিছু না জেনেই প্যাঁকপ্যাঁক করচে।

— উফ, থামো তো। এরকম করলে আসল প্ল্যানটাই গুলিয়ে যাবে।

— ওফ কতদিন যে নন-স্টপ চার্জিং হচ্চে না। ওদিকে ঘরে বউটাও ক্যাঁকম্যাক করচে। ছেলেটাও হয়েচে খজড়ার আঁদি।

— সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার তোমরা ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যানটা শোনো। মেন রোলটা ডি. এস-এর। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলচি।

মদন নোংরা পাঞ্জাবির পকেটে হাত গলিয়ে খুঁজে পেতে একটা প্লেন চারমিনার, বেঁকে যাওয়া, বের করল।

— এখন বুঝি প্যাকেট কিনছ না?

— অ্যাকশনটা হয়ে যাক। ক্লাসিক কিনব।

— তার আগে বটলি।

— হবে, হবে। কিন্তু মুখড়া একটা পোয়েট্রি জব্বর দেখে ছাড়ো তো পুরন্দর।

ডি. এস ফুট কাটল,

— পারবে? মনে হয় না।

পুরন্দর পাত্তা না দিয়ে গলা খাঁকারি দিল

ঘনাইছে মহাকাল
চুল,... বলো বাংলায়
হিন্দিতে হল বাল...।
রান্নাঘরের ধনে
হিন্দিতে ধনিয়া
কত ধানে কত চাল
বোঝো ঢনঢনিয়া।

আধবুড়ো, খ্যাজাব্যাজা কাকটা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল। মদন হাত নেড়ে, শুকনো ডাল দিয়ে ধুলো আঁচড়ে প্ল্যানটা বোঝাতে লাগল।

* * *

যে লিফটে করে মদন, ডি. এস ও পুরন্দর ভাট বড়বাজারে ঢনঢনিয়ার পাঁচতলার অফিসে উঠল সেটা ব্রিটিশ শাসনের পটলিফিকেশনের কাছাকাছি সময়ে বার্মিংহামে বানানো। পিওর খাঁচা। অন্ধকার। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজটা অনেকটা গিলোটিন পড়ার মতো। লিফটটা যে খাকি হাফ প্যান্ট পরা, চোখে ঠুলি, টুলে বসা খেঁকুড়ে বুড়োটা চালায় সে যে কবেকার প্রোডাক্ট তা বলা কঠিন।

— কোন চুলোয় যাবেন?

— ঢনঢনিয়া, ঢনঢনিয়া। টয় ইমপোর্ট কোম্পানি।

— বুজেচি। বুজেচি। কত বলে বিজনেস দেখলাম। এক নম্বরের চুতিয়া। পেমেন্ট পাবেন? ঘোরাবে।

— না, না, মিটিং আচে আমাদের।

ঘ্যাঁচ, ঘ্যাঁচ, ক্যাঁকোর ক্যাঁকোর করতে করতে লিফটটা যে স্পিডে উঠছিল সেটা ডি. এস-এর পছন্দ হয়নি। প্লাস ওই ঝুপসি খাঁচায় ঢুকে সে ঘাবড়েও গিয়েছিল।

— দূর মদনদা, এর চেয়ে বাঁড়া উড়ে উড়ে উঠতাম।

মদন চিমটি কাটল।

— না মানে বলছিলাম কারেন্ট-ফারেন্ট চলে গেলে... একে শালা ভূতের খাঁচা, আর যা অন্ধকার...

বুড়োটা বিড়ি ধরাল।

— কারেন্ট থাকলেও আটকে যায়। দু মাস আগে পাঁচ ঘন্টা দুটো মোটকার সঙ্গে আটকে গিয়েছিলাম। সে কী কাণ্ড। ভয়ে মুতেফুতে...

ঢনঢনিয়ার দরজার ওপরে লেখা 'টয় ইমপোর্ট কোম্পানি', তার ওপরে কয়েকটা বাঁদর আর পাণ্ডার পুতুলের ছবি সাঁটা, প্লাস চীনা ভাষায় কীসব লেখা।

পুরন্দর বলে উঠল,

— দেখেছ ডি. এস, সব চাইনিজ টয়। এই পুতুলটা হল পাণ্ডার। পাণ্ডা চেন?

— শুনেচি পুরীতে আচে।

— দূর! সে তো কালীঘাটেও আচে। এ হল, বলতে পার, এক টাইপের ভালুক।

— কামড়ায়?

— জানি না।

— ভাল্লুকের জাতভাই যখন তখন ছেড়ে দেবে? পাণ্ডা কা ডাণ্ডা। পাণ্ডা কা আণ্ডা।

মদন বেল বাজাবার আগে কটমট করে তাকাতে ওরা চুপ করে গেল। দরজা খুলল ঢনঢনিয়া।

— আইয়ে, আইয়ে। নোমস্কার।

— আমিই মদন...

— হাঁ, হাঁ, আপনিই তো ফোন করিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই— এরা হল আমার বিজনেস পার্টনার— ডি. এস— ও আমাদের আর অ্যান্ড ডি-টা দেখে— ওরই সব আইডিয়া।

— বাঃ বাঃ।

— আর এ হল আমাদের পি. আর. ম্যানেজার পুরন্দর ভাট। ফেমাস পোয়েট।

— আরে কেয়াবাৎ। এত সব ইমানদার লোক আপনারা। বাতচিৎ তো হোবেই। চা খাইবেন তো আনা করাই...

— না না... ডি. এস আর মি. ভাট... ওরা একজন আইডিয়া, একজন পোয়েট কেবল মাল খায়... আজ খায়নি তবে একটু পরেই খাবে... আর আমি... স্রেফ পানি অ্যান্ড টু তুলসি কে পাত্তি... নো মাল... নো চা... আমরা বরং ডিসকাশন শুরু করি...

— হাঁ, হাঁ, দাদা, বোলিয়ে আপকো আইডিয়া।

ডি. এস হঠাৎ চোখ বুঁজে মোটা মোটা আঙুলে কয়েকবার ব্রিফকেস বাজাল। হঠাৎ ফোন এল।

— সরি, ফোনটা নিয়ে নিই।

— হাঁ, ঢনঢনিয়া স্পিকিং। হাঁ, গাড়ি এয়ারপোর্ট যাবে। থাই এয়ারওয়েজ। সাড়ে দশটায় ল্যান্ড করবে। বোর্ডে নাম থাকবে। মি. চুং ইয়াং মিং... চুং... ওয়াং নেহি, ইয়াং ইয়াং, জওয়ান, হাঁ, ইয়াং, উসকা বাদ মিং... হাঁ...

ঢনঢনিয়া ফোনটা রাখতেই ডি. এস বলে উঠল

— চীনেম্যান চ্যাংচুং মালাই কা ভ্যাট। দেখুন মি. ঢনঢনিয়া... আমার আইডিয়াটা বেঙ্গলি অ্যান্ড সিম্পল... করবেন আপনি... পেটেন্ট আমাদের... ওফ পেটটা কেমন গুলোচ্চে।

পুরন্দর বলল,

— কাল রাতে ট্যাংরায় কত বললাম কাঁকড়াটা খেও না, শুনলে না...

ডি. এস পেটে হাত বুলোয়,

— নো প্রবলেম, ওনলি স্লাইট গুড়গুড়... মি. ঢনঢনিয়া... মুর্দা ফিশ ইন অ্যাকোয়ারিয়াম... পাম্প... ফিস ডাল... কী বুজলেন?

—কুছু না। খুলিয়া বলুন।

— কেয়া খুলিয়া? সাধে কী আর মেড়ো বলে! কান খুলকে শুনিয়ে... দোবারা নেহি বোলেগা...

এই সময় বিকট একটি বাতকর্মের গন্ধ পাওয়া গেল যা জ্ঞানবান ও জ্ঞানবতী পাঠক-পাঠিকাদের অবশ্যই মার্ক টোয়েন রচিত সেই এক এবং একমাত্র পর্নোগ্রাফিটির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে যেখানে রুদ্ধকক্ষে একটি হিংস্র বাতকর্ম ঘটেছে এবং কর্মটি কে করেছে তাই নিয়ে প্রথম এলিজাবেথ, বেন জনসন, বিউমন্ত, উইলিয়াম শ্যাক্সপুর এবং বিল্‌জওয়াটারের ডাচেসের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্ক চলছে। খুব কম মনসবদারেরই মালটা পড়ার সুযোগ হয়েছে।

— বেকার আপনি উল্টা সিধা বাত করচেন...

— চোপ... ছোড়িয়ে.... আইডিয়া ইয়ে হ্যায় কি আজ হাজার হাজার লোক মাছ পুষছে... ইয়েস আর নো?

— হাঁ।

— এই মাছগুলো ঝটাঝট পটলে যায়। কেঁচুয়া, ফেচুয়া দিলেন, দিব্যি খেলকুঁদ করচে, হঠাৎ দেকলেন পেট কেলিয়ে ভাসছে... খতম!

— তো!

— ফের কিনলেন। ফের কেলিয়ে গেল।

— গেল!

— মরা মাছ কী করবেন?

— আপনারা হয়তো ভাজিয়া খাইবেন, আমরা উঠাইয়া ফেক দেগা। কৌয়া খা লেগা।

— দেখাচ্চি, ক্যায়সে মাছকা তেলমে মাছ ভাজকে মেছুনিকো খিলাতা!

মদন ধমক দিল,

— আঃ ডি. এস!

ডি. এস গলা ঝাড়ল,

— আমার আইডিয়া হল মরা মাছ ফেলতে হবে না। তলায় পাম্প চলবে, লাল নীল আলো জ্বলবে। মরা মাছ ডান্স করবে। ব্যস। বাজার থেকে ছোটো সাইজের মরা মাছ, এমনিই চাইলে দিয়ে দেবে। ডেড ফিস ডান্স। নো মাছ কেনাকেনি, নো কেঁচো। মাথায় ঢুকল? কিনবেন? আইডিয়া।

— আপনারা কি পাগলফাগল আদমি আচেন? এইসব ফালতু বাত ঢনঢনিয়াকে শোনাতে এসেচেন! চালিশ সাল বেওসা করচি। স্ক্র্যাপ আয়রন, ডাইস মেকিং, সিলিং ফ্যান, টয় ফ্রম মেনল্যান্ড চায়না... বেকার মর্নিংটা গেল... কাল চায়না থেকে...

ডি. এস হঠাৎ ককিয়ে চিৎকার করে ওঠে,

— উরে বাবা, হেবি পেয়ে গেচে। টয়লেট কিধার?

— কেয়া?

— টাট্টি! টাট্টি! নেহি তো ইধারই হো যায়গা!

পুরন্দর বলে ওঠে,

— আর লেট না করে টয়লেটটা খুলে দিন। কাঁকড়া-ফাঁকড়া খেয়েচে। ঘরে হেগে ফেগে একসা করবে...

— হায় রাম! হায় রাম!

ঢনঢনিয়া তালা খুলে টয়লেট খুলে দেয়। জানলায় শিক নেই। পায়রার গু আর পালকে ভর্তি। ছাতাপড়া কমোড। সবটাই মদন রাতে উড়ে উড়ে স্টাডি করে রেখেছিল। ডি. এস ঢুকল। ধড়াম করে দরজা বন্ধ করল। ভেতরে হুড়ুদ্দুম শব্দ। তারপরই নীরবতা। সায়লেন্স।

মদন একটা পাণ্ডা টয় নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। পুরন্দর পকেট থেকে বের করে ভাঁজ করা চোতা খুলে চীনের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ওয়াকিবহাল হচ্ছে। ঢনঢনিয়া কীসব বিড়বিড় করছে। বাইরে কাকের ডাক, গানের টুকরো-টাকরা, বাসনের শব্দ— এসব পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু বন্ধ টয়লেট নীরব, সায়লেন্স।

মদনই মুখ খুলল, — কী কেস, পুরন্দর? হেগে ফেগে সেন্সলেস হয়ে গেল?

— হতেই পারে। বললাম, শুনল না। কড়মড়িয়ে কাঁকড়া খাচ্চে।

— ট্যাংরার চীনে রেস্তোরাঁর কাঁকড়া। কত সায়েবসুবো দেশ বিদেশ থেকে খেতে আসে।

— সায়েবরা সব হজম করতে পারে। খোলা ভেঙে কাঁচা গুগলি-ফুগলি খায়। বাঙালি পারবে?

— সেটা অবশ্য ঠিকই বলেচ। ডাকবে নাকি?

— ডাকব?

— ডাক!

পুরন্দর উঠে টয়লেটের দরজায় টোকা মারল,

— ডি. এস হয়ে গেচে? হয়ে গেলে ছুঁচিয়ে বেরিয়ে এস।

নীরবতা। সায়লেন্স। বরং ভেতর থেকে পায়রার বকম বকম শোনা যাচ্ছে।

— মদনদা! নো রেসপন্স।

— গাঁড় মেরেচে। দরজা ধাক্কাও। ডোন্ট মাইন্ড, মি. ঢনঢনিয়া।

এবারে পুরন্দর ধাক্কা দিতেই টয়লেটের দরজা খুলে গেল। ঝ্যাটর প্যাটর করে গোটা দুয়েক পায়রা পালাল। টয়লেট ফাঁকা। পুরন্দরের আর্তনাদ...

— ডি. এস নেই, মদনদা। বাট হেগেচে। কারণ কমোডে ভেরি বিগ ন্যাড়।

— বল কী! হাগতে ঢুকে ভ্যানিস করে গেল?

ঢনঢনিয়া বলে উঠেছিল সাতপাঁচ না জেনেই,

— আপনাদের ওই আইডিয়া কী চিড়িয়া নাকি! পাঁচতলা থেকে না উড়িলে ক্যায়সে যায়গা?

পুরন্দর জানলা দিয়ে মুণ্ডু বার করে ওপরটা চোখ বুলিয়ে নিচে তাকিয়েছিল, তারপরই আর্তচিৎকার—

— সুইসাইড! সুইসাইড! ওই তো নীচে পড়ে আচে।

মদন ও ঢনঢনিয়া ছুটে এসেছিল। টয়লেটের জানলার পাঁচতলার নীচে এক চিলতে চৌকো জায়গা। সেখানে ডি. এস পড়ে। মাথার পাশে অনেক রক্ত। ওরকমই হওয়ার কথা ছিল। আলতার শিশিটা ডি. এস ব্রিফকেসেই ঢুকিয়ে নিয়েছিল। সরু একটা গলি দুটো ঘিঞ্জি বাড়ির মধ্যে দিয়ে ওই নোংরার উঁইতে ঢাকা চৌকো জায়গাটার শেষ হয়েছে। ডি. এস সেখানেই পড়েছিল।

— ওঃ গড ওঃ গড! আব ম্যায় কেয়া করু?

— কী আবার? ওকে আপনি সুইসাইডে বাধ্য করেচেন।

— আমি! আমি! ভালোভাবে টয়লেট খুলিয়া দিলাম...

— খুলিয়া দিলাম... ওর আইডিয়াটা নিলেন না... শক খেয়ে গেল... হেগে ফেগে জাম্প করল... খতম!

— আব কেয়া হোগা?

— কী আবার হোগা। লালবাজার। লাশ। সুইসাইড না মার্ডার! পোস্টমর্টেম! কাঁটাপুকুর! টিভি!

— ওঃ গড ওঃ গড!

ঢনঢনিয়ার হাল ঢনঢনে। কুলকুলিয়ে ঘামছে। চোখ গোল গোল। ঘেমো নাক বেয়ে চশমা নেমে আসছে।

— গডফড ফোটান। এরপর পার্টি আসবে। দিদি আসবে। সি. এম সি. আই. ডি লাগাবে। তাই নিয়ে কাঁইমাঁই হলে সি. বি. আই।

— নেহি মদনবাবু, নেহি। কাল চায়না থেকে মি. চুং ওয়াং মিং আসবেন।

— ওয়াং নেহি, ইয়াং ...

— হাঁ হাঁ, ইয়াং ইয়াং... মদনদাদা, আপনার পায় ধরচি... কুচ তো কিজিয়ে...

মদন সেকেন্দারের মতো করে পুরন্দরকে বলে,

— মি. ভাট, কী করব? শালাকে ফাঁসিয়ে দেব?

ঢনঢনিয়ার আর্তক্রন্দন

— মদনদাদা, ভাটদাদা!

— পুরন্দর মাথা চুলকে বলে,

— মদনদা, ব্যাটার হার্ট অ্যাটাক না হয়ে যায়। দ্যাখো, ডি. এসকে কি আমরা আর ফিরে পাব?

— না। ডি. এস ফিনিশ।

— এ ব্যাটাকেও ফিনিশ করে দেওয়া যায়। তাতে কী হবে?

— কিছুই না। হয় জেলে গিয়ে পচবে নয় লাইক ধনঞ্জয় জিভ বের করে অ্যাঃ। সেটাও আমরা চাই না। ঠিক হ্যায়, ঢনঢনিয়া, মোটা করে হাজার বিশেক পাত্তি ছাড়ো, লাশ আমরা হাঁটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে হাওয়া করে দেব...

— মগর বিশ হাজার...

— বাঃ, মড়া হাওয়া করে দেব, নো লালবাজার, নো ঘুপঘাপ, নো মিনিস্টার... তবে আমরা যাচ্চি।

— নেহি! নেহি! ওঃ গড, হায় রাম, হায় বজরংবোলি।

ঢনঢনিয়া স্টিলের আলমারি খোলে। পুরন্দর টয়লেটের জানলা দিয়ে নীচে উঁকি মেরে বলে

— লাশের ওপরে কাক বসচে। জলদি কিজিয়ে।

বেরোবার সময় মদন বলে,

— আপনার এই পাণ্ডা টয়টা নিয়ে গেলাম।

— জয় সিয়ারাম! জয় সিয়ারাম!

এরপর ঢনঢনিয়া টয়লেটের জানলা দিয়ে, কুলকুল করে ঘামতে থাকা ঘেমো মুণ্ডু বের করে যা দেখেছিল সেটা হল মদন আর পুরন্দর লাশটাকে দাঁড় করাল, তারপর, কথামতোই হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে গেল।

* * *

টাই, কোট, প্যান্টপরা যুবক এক্সিকিউটিভটি প্রায় সাহেব, এসপ্ল্যানেড কে সি দাশের তলায় কথা বলা শেষ করে মোবাইলটা পকেটে ঢুকোতে না ঢুকোতে ভুরভুরে মালের গন্ধ মুখে তিনজন এগিয়ে আসে। মদন টলতে টলতেই বলে,

— স্যার স্যার একটা প্রবলেম হয়েচে। এরা শুনচে না। একটু যদি, মিহি করে সলভ করে দ্যান!

— হোয়াট। কী?

— আঁজ্ঞে, আমার এই বন্ধু (বলে ডি. এসকে দেখায়) একটা চিঠি কুড়িয়ে পেয়েচে। তাতে লেখা 'মি. ঢনঢনিয়া, জি. এম, টয় ইমপোর্ট কোম্পানি'। ওরা 'জি. এম' বলতে যা বুজচে সেটা নিয়ে সন্দো হচ্চে— এদিকে আমিও মুখ্যু— সার জি. এমটা কী হতে পারে?

— ভেরি সিম্পল, জেনারেল ম্যানেজার। অ্যাব্রিভিয়েট করে জি. এম।

— দেখলে তো, তোমরা বলচিলে হয় গাঁড় মারানি নয় গাঁড় মাজাকি।

দেখলে তো, কোনোটাই নয়। জেনারেল ম্যানেজার। থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ। কত বলি, ইংরিজিটা শেকো, তা না বাঁড়া, চলি স্যার, চলি। এটা রাখুন! আমাদের গিফট। ধরুন। বোমফোম নয়। নিন!

সায়েব দাঁড়িয়ে রইল। তিনটি মাতাল নেটিভ এ ওর সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে ডেকার্স লেনের দিকে চলে গেল। সায়েবের হাতে পাণ্ডা পুতুল। মেড ইন চায়না।

আই পি এল-এ ফ্যাতাড়ু

সেই দিনটা, এবং রাতটি ছিল সব দিক দিয়ে খতিয়ে দেখলে অবশ্যই ঐতিহাসিক। কারও কারও ভেতরে আলতো গাঁইগুঁই থাকলেও সিংহভাগ বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা বেলা গড়াতে না গড়াতে একমত হয়ে পড়ল যে, আজকের ঘটনাটা আলটুফালটু নয়, বরং মিডিয়ার সঙ্গে ভিড়ে পড়ে কবুল করাই বুদ্ধির কাজ যে, ব্যাপারটির গুরুত্ব গোলটেবিল বৈঠক বা অন্ধকূপ হত্যার মতো ঠিক না হলেও, কাছাকাছি একটা কেস। সেইদিন ছিল শাহরুখ খানের কলকাতার নাইটসদৃশ বীরদের সঙ্গে প্রীতি জিন্টার পাঞ্জাবি রাজকীয় বাহিনীর মহাসংগ্রাম। সকলেই জানে যে করব রে, লড়ব রে কোম্পানি কিভাবে স্টেডিলি কেলিয়ে পড়তে থাকে ও দাদার মতো ক্যাপ্টেনকে ডুবিয়ে শেষে ফুটে যায়। সেই দুঃখের কথা মনে করলে ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। যাই হোক সেইদিন বেলা

সাড়ে এগারোটার সময় দুজন ফ্যাতাড়ু— মদন ও পুরন্দর ভাট, তিন দিন আগে করে রাখা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী 'দাঁ ওয়াচ অ্যান্ড টাইম' নামক প্রখ্যাত ও প্রায় লাটে ওঠা ঘড়ির দোকানের সামনে দেখা করল এবং ডি. এস-এর বাড়ির দিকে হাঁটা মারল। যারা জেনেও জানে না বলে মটকা মেরে থাকে বা কিচ্ছুটি না-জেনে সবজান্তার মতো ভাব দেখায় তাদের সকলের জন্যই বলে রাখা হল যে রোগা, সিড়িঙ্গে, ঢ্যাংঢেঙে লম্বা, ঘাড় অব্দি চুল, ফলস দাঁত নোংরা পাঞ্জাবির পকেটে রাখা মদন হল ফ্যাতাড়ুদের কমান্ডার এবং খ্যাঁচামারা, তিরিক্ষে ফেসকাটিংওলা পুরন্দর ভাট একাধারে কবি ও ফ্যাতাড়ু। সচরাচর কবিদের মধ্যে যে মোলায়েম ম্যাদামারা ভাবটা থাকে সেটা পুরন্দর ভাটের মধ্যে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। কারণ সে ঘোর রাজনৈতিক এবং চান্স পেলেই বলতে ছাড়ে না যে আগে সে ফুল নকশাল ছিল, এখন হাফ।

— নতুন কিছু লিখলে নাকি?

— বড়ো কিছু নয়। টুকটাক। আচ্ছা মদনদা, কাল থেকে একটা ব্যাপার নিয়ে খটকায় আছি।

— কী?

— আমাদের পাড়ায় লামার মতো দেখতে একটা পাবলিক আছে, বুঝলে। কিন্তু লামা নয়। গেরুয়া ফেরুয়া পরে। পাথর দেয়। ঢপ বলেই মনে হয়। তা কাল সকালে চায়ের দোকানে বলছিল শুনলাম...

— ইন্টারেস্টিং! কী বলছিল শালা?

— বলছিল যে কলির একটা স্টেজ হচ্ছে ঘোরকলি। সেটা নাকি স্টার্ট হয়ে গেছে।

— কী দিয়ে বুঝল?

— বলল, আগের টাইমে মানে কলির তেজ যখন এত হয়নি তখন বিকেল পড়ার পর খানকি বেরোত। এখন ঘোর কলি, বিকেল হওয়ার তর সইছে না। সকাল সকাল সব বেরিয়ে পড়ছে।

— ব্যাপারটা ফালতু বলেনি। ভাবতে হবে। এক্ষুনি আবার ডি. এস-কে বলে বোসো না, হুটহাট কী করে বসে।

— না, না। ওর কাছে এখন ব্যাপারটা ভাঙব না।

— তবে, ওই যে বললে, লামা টাইপের মালটা— মনে হচ্ছে খুচরো সিদ্ধাই ফিদ্ধাই হবে। খতরনাক হতে পারে। নাকটা কি চ্যাপ্টা?

— একদম। চোখদুটোও বেড়ালের মতো ত্যারচামারা। গোঁফ কামায় কিন্তু দাড়ি আছে।

— হেবি হারামি। শুনেই বুঝতে পারছি। ব্যাগটা একটু ধরো তো। বড্ড ওয়েট হয়ে গেছে।

চটের ব্যাগটা নিয়েই পুরন্দর ডান দিকে একটু হেলে যায়। মদন পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুপাটি ফলস দাঁত বের করে টপাটপ পরে নেয়। তার পর একটা ছোট চারমিনার ধরায়।

— একটাই ধরাই। কাউন্টার দিচ্ছি তোমায়।

— আরে খাও না। আয়েশ করে খাও। মদনদা, তোমার কী মনে হয়? ডি. এস ঘুম থেকে উঠে গেছে?

— খেপেছ? বউ ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি। কতটা বাংলা চার্জ করে পড়ে আছে কেউ জানে না। গিয়ে লাথ মেরে তুলব।

— বড্ড বেড়ে গেছে। সারাক্ষণ ছোঁক ছোঁক।

— যেদিন ক্যালানি খাবে বুঝবে।

ডি. এস-এর একতলা, গায়ে গাছ-গজানো, ভাঙা রকওয়ালা ধচাপচা বাড়িটায় পৌঁছতে হলে যে গলিঘুঁজিগুলো দিয়ে যেতে হয়, সেইগুলোও ডেঞ্জারাস। কোথাও বিষ দিয়ে মরা পেটফোলা ছুঁচো রাস্তার মাঝখানে নক-আউট পালোয়ানের মতো পড়ে আছে, কোথাও আধ-খোলা পলিব্যাগে তরকারির খোসা ও মরা আরশোলা প্লাস মাছের কানকো-পটকা নিয়ে কাকের পাল ও ঘেয়ো বেড়ালদের মধ্যে হ্যান্ড-টু-হ্যান্ড কমব্যাট চলছে এবং এর সঙ্গে টিভি, সাইকেল-রিকশা, রেডিও, বিক্রিওলার চিৎকার, খিল্লি, খিস্তি, টিন পেটানোর আওয়াজ, শিশু-ক্রন্দন, অবলার কর্কশ চিৎকার এবং কোনো খাঁচার থেকে ভেসে আসা গলায় রেড বর্ডার টিয়ার চিল্লামিল্লি। এই জোনটা পেরোলে একটা টেকো মাঠ, যার সাইডে কয়েকটা গ্যারেজ যেখানে ট্যাক্সি

বা টেম্পো টাইপের গাড়ির বডির কাজ হয় এবং মাঠটা পেরোলেই যে গলিটা শুরু তার মোড়ে ডি. এস-এর বাড়ি, যার দরজায় কড়া নেই। ফাটা, শ্যাওলার ছোপলাগা রকটার ওপরে রোগা একটা কুকুর বসেছিল, নিরীহ ধাঁচের, মদন ও পুরন্দর কাছে যেতেই নেমে দৌড় লাগাল এবং তখনই বোঝা গেল যে তার একটা পা নেই। দরজার বাইরে থেকেই বিকট নাক ডাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

হালকা নীলের ওপরে হলদে গোল পোলকা ডট বসানো, বউয়ের ম্যাক্সি পরে ডি. এস চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে। একেই বেঁটে, কালো ও মোটা, তায় ম্যাক্সির খোলস। ফলে দেখাচ্ছে ডবল বিদঘুটে। একটু একটু হাসছে, ফের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে। গলায় কালো কারসুতো বাঁধা তাবিজ এবং বেড়ালের দাঁত বা ওই জাতীয় কিছু হবে। ব্যাঁগর ব্যাঁগর কিটির মিটির শব্দ করা পাখার হাওয়ায় ঘরেতে টাঙানো দড়িতে ঝুলছে এবং দুলছে লুঙ্গি, বউয়ের কালো ব্রেসিয়ার, গামছা, ছেলের খেলার গেঞ্জি। মেঝেতে বাংলার পাঁইটের খালি বোতল, শালপাতার ওপরে তড়কার ভাঁড়, আধকামড়ানো পেঁয়াজ যেখানে আসছে ও ফেরত যাচ্ছে ডেঁও পিঁপড়ের লাইন।

— দেখলে! যা বলেছিলাম তাই। বউ বাপের বাড়ি গেলেই প্যাখনা বের করবে।

— ওফ্, থাকলে যেন করে না।

— করে, এতটা নয়।

— মদন আলতো করে ডি. এস-এর দাবনার সাইডে একটা লাথি মারল। নাক ডাকাটা একটু থামল। মুখ থেকে হাসিটা চলে গিয়ে ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে থাকল যার ফলে ছোপ ধরা কেলটে দাঁতগুলো দেখা গেল।

— থাক না মদনদা, স্বপ্নটপ্ন দেখছে।

— দেখাচ্ছি।

নিচু হয়ে মদন ওর আঁকশির মতো আঙুল দিয়ে ডি. এস-এর পেটে একটু খামচাখামচি করতে ঘুমটা ভাঙল। উঠে বসে ভ্যাবলার মতো থম মেরে থাকল।

— কী দেখছিলে যে হাসি ধরে না।

— ধ্যাৎ!

— কী ধ্যাৎ!

— ধ্যাৎ! হেভি হচ্ছিল।

— কী?

— ডান্স। জানো কিছু... বিড়ি জ্বালাইলে... ভেঙে দিল।

— বাংলা ফাংলা টেনে বিড়ি জ্বালাইলে হচ্ছে? বউ বাপের বাড়ি গেছে বলে কি মাথা কিনে নিয়েচো? ওদিকে বলে বারোটা বাজতে চলল আর উনি মস্তি করে সেক্সি ডান্স দেখছেন । যাও, মুতেফুতে কুইক চলে এসো। রান্না বসাতে হবে। তার পর প্ল্যানটা বলব। আর, কি পরে আছ,জান?

— জানব না কেন? লুঙ্গিটা বিকেল করে ধুয়ে দিয়ে গেল। কী পরি, কী পরি, দেখলাম এটাই ভালো। ওপর নীচ ঢাকা।

— তোমার আবার ওপর নীচ। যাবে?

— যাচ্চি! ওফ্, পেয়ে গেল। ভাট, একটা বিড়ি ছাড়ো তো!

পুরন্দরের কাছে বিড়ি নিয়ে ডি.এস হাঁকপাঁক করে ম্যাক্সির তলা দিয়ে গামছা পরে, ম্যাক্সিটা দড়িতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল।

— কী বুঝলে পুরন্দর?

— গন্ কেস। বোঝার কিছুই নেই। মরা অব্দি নন-স্টপ হারামিপনা করে যাবে। বিড়ি জ্বালাইলে... ভাবা যায়? ওল্ড টাইম হলে ঝেড়ে দিতাম।

— অত রাগলে চলে? এই ফাঁকে চুক করে এক পিস পোয়েট্রি শুনিয়ে দাও দিকি।

পুরন্দর বুক পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল,

— কালরাতে এসে গেল। মাজাঘষা বাকি রয়ে গেছে কিন্তু...

— ছাড়ো! শুনি। ওই তোমাদের এক ব্যামো—মাজা ঘষা— এ কি বাসন নাকি?— গলা ঝেড়ে নিল পুরন্দর—

ঝাড়াঝাড়ি করো— ঝুল
তুলে ধরো মাস্তুল

মেলে দাও নিজ নিজ পাল
প্রশ্ন কোরো না— ক্যানো
কোরো না ঘ্যানোর ঘ্যানো
গ্যারেজে রেখো না পুষে ন্যানো

— চাম্পি। একেবারে কেঁপে যাবে। মাইরি লাস্ট লাইনটা ক্যান্টার— গ্যারেজে রেখো না পুষে ন্যানো।

— আর একটু বাড়বে।

— বাড়াও। না-বাড়ালেও চলবে। দিচ্চ কোথায়?

— ওইটাই তো ঝামেলা।

— দাঁড়াও। ক্যাওড়াতলা সাইড থেকে, ঘাবড়িও না শ্মশান থেকে নয়, একটা কাগজ বেরোয়— 'ঘুণাক্ষর' নামে— দেখেছ?

— না।

— নরোত্তম চক্কোত্তি বলে একটা পাগলাখ্যাঁচা টাইপের মাল। ওকে ধরিয়ে দেব। বোধ হয় ছেপে দেবে।

— লোকটা কি সিপিএম?

এই কথার মধ্যেই ডি. এস ঢোকে।

— এই এই! এ পাড়ায় মেজরিটি সিপিএম। আমিও।

— তুমি আবার সিপিএম হলে কবে?

—লাস্ট দোলের পর থেকে।

— হোয়াই? ছিলে দিদির সাপোটার...

মদন পুরন্দরকে থামায়,

— জানি, কেসটা আমি জানি। কী? বলব?

— বলো।

— আসলে ডি. এস কিছুই না। পাড়ায় যে সিপিএম লিডার— ঘণ্টাদা— বেকার তার পোঁদে লেগে ঝগড়া লাগাত। ঘণ্টার পায়ের তলায় গুঁফো— লেংড়ে চলে। ঘণ্টাকে দেখল আসচে। ডি. এস-ও ল্যাংড়াতে শুরু করল। ঘণ্টা নাটা। ডি. এস-এর চেয়েও। বাজারে পটল বাছচে। ডি. এস গিয়ে

পটলওলাকে বলল— ভজা বেছে বেছে বেঁটে, খচ্চড়, ক্যাঁকড়ামারা, পায়ে গুঁফো পটলগুলো দে তো আমায় দুশো। যেরম বললুম সেরকম দিবি। বউ বলেচে পইপই করে। এবার বলো ঘণ্টা খচবে না?

— আমি তো বলব মদনদা, হাফ-নকশাল হলেও এই কেসে আমি ঘণ্টার ফর-এ।

— তারপর দোলের দিন, সে কী কেচ্ছা...

— না বললেই নয়?

— বাঃ, পুরন্দর জানবে না? ফ্যাতাড়ুদের মধ্যে নো সিক্রেট। দোলের দিন, পাড়ার সব বউরা রং খেলতে বেরিয়েচে। ডি. এস সকাল থেকে বাংলা চার্জ করছিল।

— বাংলা নয়, রাম। জনা এনেছিল।

— ওই হল, কিছুর মধ্যে কিছু নেই, আচমকা, রং জমা দে, ধুম মচা দে, হোলি হ্যায়, ছারারারারারা চিল্লাতে চিল্লাতে তেড়ে গিয়েছিল।

— পুলিশে ধরল না। পাবলিক বাওয়াল। শ্লীলতাহানির কেস। লক আপ। রদ্দা।

— কী করলে, তারপর? বল না, নিজে বল।

— কী আবার? শুরু করে দিলাম।

— কী?

— রোজ সকালে পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরমায় সাঁটা 'গণশক্তি' পড়তে শুরু করে দিলাম। শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলাম — 'সলিড। সলিড।' 'বল্, কী বলবি বল?' 'ওফ্, পারবি?' ' হেব্বি, হেব্বি।'

— কী হল তাতে করে?

— যা হবার। ঘণ্টা হেসে একদিন বিড়ি খাওয়াল। চা খাওয়াল। মিটমাট। লোকটা কিন্তু দেখলাম ভালো, বুঝলে মদনদা।

—খারাপ হতে যাবে কেন? সবাই ভালো... আমিও ভালো, তুমিও ভালো, জয় জগতের জয়। যাই হোক, আজকের প্রোগ্রামটা শুনে নাও। এক-এক করে বলচি। পরে কোনো বেগড়বাঁই আমি শুনব না।

ডি. এস-এর পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব নয়,

— কার পোঁদে লাগা হবে আজকে?

— একটা কোঁৎকা খেলেই বুঝবে। লোকের পোঁদে লেগে লেগে এমন ব্যাড হ্যাবিট হয়ে গেছে...

মদন চোখ বন্ধ করে,

—চটের ব্যাগটাতে কী আছে জান?

— মাল!

— আর্মস!

— ডি. এস কারেক্ট। মাল আছে। পুরন্দর রং। আর্মস নেই।

— তবে?

— টোটাল তিন বোতল বাংলা আছে। এ ছাড়াও আছে গোবিন্দভোগ চাল। পকেটে মাল্লু থাকলে মদন জানবে হাবিজাবি খুদকুঁড়ো খায় না। তিনটে হাঁসের ডিম। তেল। প্লাস তিনটে ব্ল্যাক জাঙ্গিয়া। তেলের কিছুটা রান্নায় যাবে। বাকিটা আমরা মাখব। যাতে ধরলে পিছলে যায়। একটা বোতল এখন আমরা ভাগাভাগি করে মেরে দেব। বাকি দুটো রাতে। প্রোগ্রামের পর। এবার স্টোভ জ্বালো ও মাল ঢালো। কী বুঝলে?

— ক্লিয়ার হল না।

— করে দিচ্ছি। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে, আজ ইডেনে সৌরভের টিম মানে যার মালিক শাহরুক খান— তার সঙ্গে প্রীতি জিন্টার পাঞ্জাবের কিংস ইলেভেন দলের খেলা।

— আমি সৌরভের সাপোটার— করব রে, চড়ব রে...

— চোপ! চড়ব নয়, লড়ব। ওই এক ধান্দা। মোট কথা, আমার কাছে পাকা খবর আছে যে কুড়ি মিনিটের জন্য আলো চলে যাবে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জানতে হয়েছে আমায়। কাঁটায় কাঁটায় সাতটায়। ভাবো, লাখখানেক লোক। জমাটি খেলা। লাইট গন ফট।

— কেন? আলো চলে যাবে কেন?

— সে হিউজ কেচ্ছা। সি. এ. বি, রাইটার্স, সি. ই. এস. সি, লালবাজার—

ব্যাপক কেচ্ছা। কে যে কাকে হ্যাটা করার জন্য ম্যাক দেবে কেউ জানে না। সামনে আবার সি. এ. বি-র ইলেকশন। ডালমিয়া তাল ঠুকচে। হেভি কেলো।

— এত সব এ বি সি ডি— আমি তো বাল কিছুই বুঝতে পারছি না।

— অত বুঝলে তুমি ডি. এস না হয়ে মদন হতে।

— মদনদা, ওই যে বললে আলো চলে যাবে তখন কি আমরা কাউকে ক্যালাব?

— নো।

— লুটপাট করব?

— নেভার। নো ভায়োলেন্স। একদম গান্ধিগিরি। আমরা আগে থেকেই গাছ-ফাছ বা আকাশবাণীর ছাদে তেল মেখে, জাঙ্গিয়া পরে রেডি থাকব। অন্ধকারটা মিনিট কুড়ি থাকবে। আলো ব্যাক করল। মিনিট তিন-চার ফ্লাইং ডান্স। পুলিশ তাড়া করবে। ধাঁ!

— ধরো পুলিশ বন্দুক ফন্দুক ঝেড়ে দিল।

— ছাড়ো তো! লাখখানেক লোক, অত ফিল্ম স্টার, মিনিস্টার, তার পর যেগুলো সারাক্ষণ টিভিতে আলফাল ভাটিয়ে সেলিব্রিটি হয়েচে, বিজনেসম্যান, খানদানি সব খানকি— এদের সামনে ফায়ার করচে! গাঁয়ের মাঠে ফায়ার করার জন্যে খলখলে হয়ে যাচ্চে। কিচ্ছু হবে না।

— কিন্তু মদনদা, একটা ব্যাপার খোলসা হল না। এরকম আমরা করতে যাব কেন? আমরা কি কারও চিয়ারলিডার?

— গুড। তুমি যে নকশাল ছিলে সেটা বোঝা যায়।

— এখনও আছি। হাফ।

— বলচি কেন এটা করব। তবে ডি. এস-কে বলে দিই, চিয়ারলিডার কি জানো?

— কি হবে জেনে?

— কি হবে? শোনো, মাঠের সাইডে দেখবে কচি কচি সব ডবকা— মেম প্লাস ইন্ডিয়ান—চার, ছয়, কী উইকেট পড়ল— ধিনিক ধিনিক নাচছে। তেড়ে ফেড়ে যেও না।

— মেম?

— দিশি মুরগি নয়। পিওর ব্রয়লার। এরোপ্লেনে করে সব উড়ে এসেচে, বুঝলে?

— থাকবে না ফিরে যাবে?

— উফ্... সব গুলিয়ে দিচ্চে। হ্যাঁ, এটা আমরা করছি কেন? এককথায় পাবলিসিটির জন্য।

— বুঝলাম না।

— দ্যাখো, ফ্যাতাড়ুরা যে আছে সেটা পাবলিক ভুলে গেছে। এক বাঞ্চোৎ আমাদের নিয়ে গপ্পোফপ্পো ফেঁদেছিল, শালা মরে বেঁচে কি না, জানি না। আর এই পাবলিক জানবে হারামির হাড়, না-জানান দিলেই ভুলে যাবে। মনে রাখবে আজ বড় খেলা। সব মাল থাকবে। লে, ফ্যাতাড়ু কি মাল দেখে লে। যারা মাঠে নেই তারাও দেখবে। টিভিতে। কয়েক মিনিটে ওয়ার্লড ফেমাস। নাও, ঢালো।

মাল ঢালা ও স্টোভ জ্বালা হয়। ডিমের ঝোলের লোভ জাগানো গন্ধ ম ম করে।

* * *

ইডেনে বিশেষ ম্যাচের মধ্যে ঘাপ্ করে ঠিক সাতটায় আলো অফ্ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে যে জল ঘোলা হয়েছিল তা এখনও থিতিয়ে পরিষ্কার হয়নি। কে কাকে ভাঁজ মারল, কে কাকে কেন হ্যাটা করার জন্য কী করল, অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছিল, ইঁদুর কি তার খেয়ে নিয়েছিল, কেউ বলছে ইঁদুর নয়, ভাম, সি. এ. বি-র ভেতরে কে ইঁদুর কে ভাম, ডার্ক হ্যান্ড অফ লালবাজার, এর কারণ খুঁজতে যদি সত্যিই ইঁদুরের ল্যাজ ধরে ভামের ডেরায় যেতে চান পৌঁছে যাবেন রাইটার্সের অন্দরমহল, সি. ই. এস. সি-তে কারা ইঁদুরকে ব্যাক করেছে, কারাই বা ভামের সাইডে, না কি ইঁদুর, ভাম, সি. এ. বি, সি. ই. এস. সি, লালবাজার, রাইটার্স কেউই দায়ি নয়, ইডেনে মরা সাহেবের ভূত, ভূতুড়ে ইডেন, কার হাত, ওই অন্ধকারে যদি কোনো ঘ্যামা মালকে কেউ একটা নাইন এম এম... হাজারটা রিসার্চ ও অ্যানালিসিস কিন্তু চিত্তাকর্ষক যেটা

সেটা হল মাওবাদীদের দিকে কোনো অভিযোগের তীর... এসব ক্যাঁচড়ামার্কা তাফালে ঢুকে পড়লে কী যে রগে উঠে যাবে কেউ জানে না। যাই হোক, যে কুড়ি মিনিট আলো ছিল না তখন অন্ধকারের মধ্যে ফুলকির মতো ছুটছিল খিস্তি, যার জন্য কলকাতার পাবলিককে সব পাঁচুই সমীহ করে চলে। সাতটা আঠেরো। আকাশবাণীর ছাদ থেকে ফ্যাতাড়ুরা টেক অফ করল,

ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই
ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই

কালো জাঙ্গিয়া পরা, সারা গায়ে চপচপে তেল, অন্ধকারে বড় জোর মনে হবে জায়েন্ট সাইজের বাদুড় যাদের সুপ্রাচীন ইডেনে প্যাগোডার ঘুপচি ঘাপচিতে থাকাটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। বেশিরভাগ পাবলিকই তখন মোবাইলে কল বা এস এম এস নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সাতটা কুড়িতে হুপ করে ও দপদপিয়ে লাইট ফিরে আসতে হো... ও...ও...ও... করে যে গণসমুদ্রকণ্ঠ গর্জে উঠেছিল তা লাস্ট শোনা গিয়েছিল নাইনটিন ফর্টি সেভেনে বলে পণ্ডিতরা দাবি করেন এবং তারই সঙ্গে ও কী? দূর থেকে মনে হচ্ছে ন্যাংটো— একটা বেঁটে, একটা ডিগডিগে লম্বা, একটা খ্যাঁচামারা জিরজিরে— হাত ধরাধরি করে দুই উইকেটের মাঝখানে নাচছে? কখনো ব্যালের স্টাইলে স্লো মুভমেন্ট করছে, আলাদা হয়ে যাচ্ছে, ফের হাত ধরাধরি করে তিড়িং বিড়িং বা পাছার নানাবিধ অর্থবহ ভঙ্গি যার সুউচ্চ স্তর আমরা মহীয়সী ম্যাডোনার মিউজিক ভিডিওতে দেখেছি। এই ভালগার দৃশ্যের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনে পাবলিক তালে তালে তালি মারতে থাকে এবং হাতেনাতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ক্যাওড়ামি করলে পাবলিক সাপোর্ট করবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না। ব্যাপারটা থামানোর আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কলকাতার নিউ নগরপাল চার্জ! চার্জ! চেজ্ অ্যান্ড ক্যাচ দেম! বলে বজ্রনির্ঘোষে অর্ডার না-দিলে পুলিশদেরও চটকা ভাঙত না কারণ তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ জাতীয় পতাকা ছুঁড়ে ফেলে এবং টিকিট ব্ল্যাক করে টিভির ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাওয়ায় বিশেষ এক টাইপের মেলানকোলিয়ায় ভুগছিল। ইতিমধ্যে নগরপাল কর্ডলেস মাইক্রোফোনে অর্ডার দিচ্ছেন— 'ঘিরে ফ্যালো, সারাউন্ড অ্যান্ড

ক্যাপচার', 'পাকাড়কে লে আও'। পুলিশ থপথপিয়ে ছুটে ফ্যাতাড়ুদের দিকে এগোতে থাকে এবং সকলে ধরেই নিয়েছিল যে, পুলিশ যেতেই ওরা মাঠের সাইডের দিকে দৌড়বে এবং অচিরেই ধরা পড়ে কোঁৎকা খেতে খেতে লালবাজারে কম্বলধোলাই খাবে। দেখা গেল উল্টো। ওরাই নাচতে নাচতে সারেন্ডারের ভঙ্গিতে দুহাত তুলে পুলিশের দিকে এগোয়, সকলকে হতাশ করে ধরা দেয় এবং ঘেরাও হয়ে চলতে থাকে যেদিকে নগরপাল, ডি. সি পোর্ট, রেড চিলিজ-এর সব ইভেন্ট ম্যানেজার ইত্যাদিরা দাঁড়িয়ে। এই সময়ই ক্লাইম্যাক্সটা ঘটল। কাছাকাছি এসেই ঘপ্ করে ওরা হাত পাঁচেক ওপরে উঠে যায় এবং পুরন্দর প্রায় ছোঁ মেরে নগরপালের হাত থেকে কর্ডলেসটা ছিনিয়ে নেয় এবং সকলকে হতচকিত করে গোল হয়ে অনেকটা ভিকট্রি ল্যাপের ঢঙে উড়তে থাকে। ডি. এস-এর হাতে কর্ডলেস... গম গম করে ওঠে মাইক...

— কি বে ধরবি? পাকাড়কে লে আও! ফ্যাতাড়ুদের ধরনেওয়ালা হায় কোই মাই কা লাল। আবে এ লালবাজার! বালবাজারে বসে নিজের তবিলটা ধর্।

সেই সঙ্গে খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি। এবার মদন কর্ডলেস নেয় ও অ্যাস্ট্রোনটদের স্টাইলে স্পেসে ভল্ট মারে—

— হ্যালো! হ্যালো। ঢ্যামনামি করচো, করো, এনি টাইম আমরা কিন্তু এসে চটকে দেব। হ্যালো, পাবলিক হ্যালো— কান খুলকে শুন লো... আমরা ফ্যাতাড়ু... হাম সব ফ্যাতাড়ু হ্যায়.. আব শুনিয়ে পুরন্দর ভাটকা চার লাইন... পুরন্দর মাইক নাও...

পুরন্দরের ফ্যাঁসা গলায় চিৎকার করে পড়া সেই চার লাইন মাঠে ফেটে যায়,

জগতের ঝুল ঝাড়ো, ধরো ঝুলঝাড়ু
কোঁকড়া, কোঁকড়া ঝুল, ঝাড়িছে ফ্যাতাড়ু
আমোদে কাটাও রাত, টের পাবে কাল
কচি রোঁয়া যা ভেবেছ তা আসলে বাল

পুরো মাঠে বিপুল করতালি। কর্ডলেসটা আকাশ থেকে পড়ল। স্পেসে

যে স্টাইলে কিলবিল করে ভল্ট খায় ফ্যাতাড়ুরা সেরকম আমরা জলের তলায় ডলফিনদের করতে দেখেছি। তারপর মাঠে ছিল পিনপতন নিস্তব্ধতা... কেবল ভি আই পি গ্যালারিতে কয়েকটি বিস্ময়াবিষ্ট বাতকর্মের শব্দ। ফ্যাতাড়ুরা উঠতেই থাকে এবং উঠতে উঠতে মাঠের বাইরের দিকে, আলোর এরিয়ার বাইরে চলে যেতে থাকে— হাত নাড়তে নাড়তে চলে যাচ্ছে... চলে যাচ্ছে.... এখনও দেখা যায়... মাঠভর্তি পাবলিকও তাদের যতক্ষণ দেখা যায় হাত নেড়েছিল। নগরপাল সহসা টের পান যে অজান্তে তিনিও হাত নাড়ছিলেন।

এই সব কিছুর পরে, উড়ন্ত মানুষের আকাশনৃত্য দেখার উত্তেজনা ও উন্মাদনা থিতিয়ে যাওয়ার পর খেলা শুরু হয় এবং নাইট রাইডার্সের প্রখ্যাত তাড়ুরা পিওর মুরগি হয়ে ধ্যাড়াতে শুরু করে। বরং দেখা গেল যাদের ব্যাট বগলেই থাকার কথা সেই বোলাররা তাও চোখ বুঁজে দু-চারটে আনতাবড়ি ছক্কা-ফক্কা ঝেড়ে দিল। কলকাতার চিয়ারলিডারদের সে রাতে গা ঘামাতে হয়নি বললেই চলে।

মাঝরাত্তিরে, কাঁচা ঘুম ডিসটার্ব করে নগরপালের কাছে ফোন এসেছিল... কার আশা করি বলতে হবে না...

— সরি! ঘুম নষ্ট করলাম। সব পিসফুল ছিল?

— ইয়েস স্যার।

— আমি তো অ্যাপ্রিহেন্ড করছিলাম কোনো টেরোরিস্ট অ্যাটাক না হয়...

— নো স্যার। সব ব্যাগ সার্চ করা হয়েছে কিছু বুড়িমা-র চকোলেট বোম ছিল। সিজ্‌ড্‌।

— আর কে যেন বলছিল ফ্লাইং সসার না ইটি— কী যেন এসেছিল মাঠে।

— না স্যার, কয়েকটা লুম্পেন। নাচছিল। প্রায় ন্যাংটো। ফোর্স পাঠালাম। ধরা গেল না।

— কেন? ধরা যাবে না কেন? কয়েকটা লুম্পেনকে ধরতে প্রবলেমটা কোথায়?

— দারুণ প্রবলেম। ধরতে গেলাম। উড়ে পালাল।

— উড়ে? ইউ মিন ফ্লাই করে? হাউ ক্যান দ্যাট বি পসিবল?

— সে স্যার, জানি না। পাখি বা বাদুড়ের মতোই। উড়ে পালাল।

— ব্যাটম্যান?

— বলতে পারেন। তবে অত হ্যান্ডসাম নয় একটা একটু বাঙ্কি, বাকি দুটো স্রেফ হাড়গোড়।

— স্ট্রেঞ্জ!

— ইয়েস স্যার।

— একটু খোঁজপত্তর লাগাবেন নাকি?

— ইয়েস স্যার?

— ও. কে গুডনাইট।

'খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ব্যাটম্যান ধরতে যাবে' বলে গরগর করতে করতে নগরপাল ঘুমোতে গেলেন।

* * *

ডি. এস-এর ঘরে সেই রাতে হেভি জমেছিল ধুমা বাংলার পার্টি। বউয়ের হালকা নীলের ওপরে হলদে গোল গোল পোলকা ডট বসানো ম্যাক্সি পরে ডি. এস বিড়ি ধরিয়ে লচক্ মেরে গাইতে শুরু করল, হাতে গ্লাস, ঠোঁটের বিড়ি অন্য হাতে,

... বিড়ি জ্বলাইলে
জিগর্‌সে পিয়া...

বসন্ত উৎসবে ফ্যাতাড়ু

মিস পিউ, মিস ঝিনুক ও...

গোড়াতেই, যখন পাতে স্রেফ পাতিলেবু আর নুন দেওয়া হচ্ছে, সেই স্টেজেই পাঠক-পাঠিকারা ভালো করে জানলেও ফের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সাউথ ক্যালকাটায় হিমগিরি অ্যাপার্টমেন্টের দশ তলায়, আমাদের প্রিয় লেখক নবনী ধর এবং তাঁর এক্স-মডেল ওয়াইফ মেঘমালা ধর থাকেন এবং নবনীদার 'ধ্বজভঙ্গুর', 'সায়া ঢাকা কায়া', 'সতী ও ভীমরতি' ইত্যাদি পাঁচশো তেতাল্লিশটা নভেল কে পড়েনি? কে? কে গা?

যাই হোক, ব্যাপারটা হল এই যে দোলের আগের দিন সকালে মুচিপাড়ার বাস স্ট্যান্ডে বেঁটে, মোটা, কালো একটা লোক, নোংরা টেরিলিনের শার্ট আর তথৈবচ প্যান্ট পরা, দুপায়ের ফাঁকে একটা রংচটা ত্যাড়াব্যাঁকা ব্রিফকেস ধরে, দুটাকার বাদামের প্যাকেট থেকে একটা একটা করে বাদাম বের করে

খাচ্ছিল। সেই সময় ওখান থেকে অটো বা মিনি বা ট্যাক্সি ধরবে বলে মিস পিউ ও মিস ঝিনুক সেখানে। এরা বন্ধু, উঠতি ও টিভি সিরিয়ালে ছোটোখাটো রোল পেয়ে থাকে। দুজনেরই হাতে সেলফোন, দুজনেই জিনস্ আর কায়দেটে গেঞ্জি পরা। এবং বেঁটে মালটাকে দেখে ওদের হেভি মজা লাগে, এস. এম. এস পাঠানোর ফাঁকে ফাঁকে যার ফলে খিলখিলিয়ে উঠতে হয়। লোকটা পাদল। ফলে আরও হিহি।

বেঁটের বাদাম ফিনিশ, একবার গলা খাঁকারি দিল তারপর দুই মিসের দিকে ঘোরে। হেঁড়ে গলায়—

— কত?

ওরা ঘাবড়ে যায়। কত-র মানে কী? ফের, এবার আরও গাম্বাট,

— কত?

মিস পিউ, মিনমিন করে হলেও, বলেছিল

—কী কত?

লোকটা এবার পায়ের ফাঁক থেকে ব্রিফকেসটা নিয়ে ডান হাতে ধরে উঁচু করে এবং বাঁ হাতে ব্রিফকেসটা বাজিয়ে বিকট গলায় গেয়ে ওঠে—

— 'আর কত রাত একা থাকব?'

আর কালবিলম্ব না করে, বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে মিস পিউ ও মিস ঝিনুক তড়বড়িয়ে হাঁটা লাগায়।

গানের ওই একটা লাইন একবারই গেয়েছিল ডি. এস এবং সে খেয়াল করেনি যে মদন ও পুরন্দর ভাট এসে পড়েছে। মদন খেঁকিয়ে ওঠে,

— নাঃ বার বার বলেচি তোমার আর ফ্যাতাড়ু থাকা চলবে না। কানে তোলোনি। আজকেই ঘ্যাঁচ্। আমি আর একটা আরগুমেন্টও শুনতে চাই না। কি বল পুরন্দর?

— এককালে বিপ্লবী রাজনীতি করেচি। দেখেচি যত লোক পার্টিতে ঢুকচে তার ডাবল লোক এক্সপেলড্ হচ্চে।

নামটি ডি. এস তার,
মালের বোতল

নিছক মাগির দোষে
হইল কোতল!

ডি. এস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে নাক টানে। মদন বলতে শুরু করে, সুর একটু নরম,

— মেট্রো সিনেমার সামনে অ্যাংলো মেমটাকে বেমক্কা কনুই মেরেছিলে। ছেড়ে দিলাম। বউয়ের বাচ্চা হবে। নার্সিংহোমে কচি আয়া দেখলেই ডাবড্যাব করে তাকানো। কত আর ক্ষমাঘেন্না করা যায়?

এইবার ডি. এস দুজনকেই চমকে দিয়ে ভ্যাঁ করে ওঠে। মোটকা দামড়ার কান্না শুনে লোকজন তাকায়।

—থামবে? একেবারে মড়াকান্না জুড়ে দিল!

— পুরন্দর বলে,

— কেলো! পিওর কেলো!

ডি. এস ফের ফ্রম ভ্যাঁ টু ফোঁপানিতে ফিরে আসে এবং বলতে থাকে

— আমি কিছুই করিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছি আর একটা একটা করে বাদাম খাচ্ছি আর ওই দুটো মাগ...

— ছিঃ ডি. এস, ওঁরা হলেন সেলিব্রিটি, টিভিতে দুজনকেই দেখা যায়...

মদন পুরন্দরের ওপর খেঁকিয়ে ওঠে,

— টুকটাক খোমা শো করার জন্য যা করে আমায় আর বলিও না। বালের সেলিব্রিটি— এর চেয়ে বরং হাড়কাটার ইজ্জত বেশি।

ডি. এস-এর ফোঁপানি বন্ধ। বলতে থাকে,

— আমাকে নিয়ে খিল্লি চালাচ্ছে। একবার পেদেচি তো আরও খিলখিল। লাস্টে, আর না পেরে, দেখলাম থামবেই যখন না তখন, খিস্তি ফিস্তি না করে দুবার রেট কত জিগ্যেস করে কুমার শানুর গানের একটা লাইন...

পুরন্দর বলে ওঠে,

— মদনদা, ডি. এস-এর জায়গায় আমি থাকলেও কিন্তু একইরকম করতাম। ও গান গেয়েচে, আমি না হয় কবিতা ঝেড়ে দিতাম একটা...

ডি. এস ধাতস্থ।

— কী কবিতা ঝাড়তে?

কবিকে দেখিয়া আজ হাসো,
চাও আড়ে আড়ে,
মোক্ষম টেরটি পাবে,
যখন বসাবো মোর দাঁড়ে।

— হেভি মালটা নামালে তো! তবে বস্, দাঁড়ের মানেটা কিন্তু...

— থাক। আর দাঁড়ের মানে জানতে হবে না। তাহলে পুরন্দর, এ যাত্রা তাহলে ডি. এস রক্ষে পেয়ে গেল!

— সেই মতোই ঠেকচে।

— যাই হোক, এবার ওই ঢেমনিদের মাইনাস করে দাও। ওদিকে তো নবনীদার প্রেস্টিজে গ্যামাক্সিন। কাল মাল খেয়ে কি কান্না! বার বার এক কথা— তোমরা তিন ভাই থাকতে এই ইনসাল্ট আমাকে হজম করতে হবে? তার চেয়ে ফলিডল খেয়ে সেঁটে যাব।

— কেন আবার কী হল? ফের মেঘু বউদি হাওয়া নির্ঘাৎ!

— না, না মেঘু বউদি ঠিক আচে। কেসটা হয়েচে কি হিমগিরি অ্যাপার্টমেন্টে যে বাঞ্চোৎগুলো থাকে— ওরা কাল দোলের দিন সন্ধেবেলায় ওদের মাঠে বসন্ত উৎসব করবে। ডি. এস জানো বসন্ত উৎসব কী?

— বসন্ত মানে মায়ের দয়া! হবে শেতলা পুজোফুজো!

— না। অত বড়ো মুণ্ডুতে অত কম নলেজ কেউ দেখেনি। বসন্ত উৎসব দোলের দিন হয়— মেয়েরা হাতে ফুল বেঁধে দুলিয়ে দুলিয়ে প্যাঁও প্যাঁও করে গান করে। পেছনে একপাল হুলো আবির ওড়ায়। পিওর ঢ্যামনামি।

— আরে বাবা তাতে নবনীদার কি ছেঁড়া গেল? কেউ ঢ্যামনামি করবে বলচে করতে দাও।

— নো। ওই ফ্ল্যাটবাড়িতে একশো কুড়িটা মালদার ফ্যামিলি থাকে। কিন্তু নাম করা লোক বলতে ওই একজনই— সাহিত্যিক নবনী ধর। তাকেই ওরা ডাকেনি। নামই ছাপেনি কার্ডে। বরং বাইরে থেকে কোন এক হেঁপো

মোক্তারকে ডেকেচে প্রধান অতিথি করে। বুজলে? পাঁচশো তেতাল্লিশটা বেস্টসেলার অথচ সেই হয়ে গেল কাঁচি!

— তো অত কতার কি আচে? ফ্লাই করে হিমগিরির ছাদে ল্যান্ড-করব। চারটে পেটো চার্জ করব। বসন্ত উৎসবের পুঁটকি সিল!

— না। সেটা আমিও ভাবিনি তা নয়। ওরা ওপরটা ঢাকার ব্যবস্থা করেচে, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হল নবনীদার ফ্ল্যাট দশ তলায়। ওপর থেকে কিছু ফেললেই শালারা ভাববে নবনীদার অ্যাটাক। ভাবলেও কিছু বলার নেই। নবনীদার হাত ফসকে এক বোতল মাল আর একটা প্লেট একবার নিচে পড়েছিল। ভাগ্যে কেউ ছিল না। থাকলে মার্ডার কেসে ফেঁসে যেত।

পুরন্দর এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবারে বলল,

— কিন্তু ওই শালারা হঠাৎ নবনীদাকে কাঁচি করতে গেল কেন? সব ফাংশানেই তো ওদের নবনী ধর বাঁধা।

— তুমিও দেখচি ডি. এস-এর সঙ্গে থেকে থেকে ওর মতোই গাণ্ডু হয়ে যাচ্চো। নবনীদা তো ধারাবাহিক আত্মজীবনী লিখচে, 'খুলে মেলে' নামে।

— তো কি?

— ওইটা নিয়েই তো কেলো। নিজে যা ফষ্টি নষ্টি করেচে প্লাস অন্য কার কার পোঁদে গু, কে কার বউকে লাইন করেচে সব পাবলিক করে দিচ্চে। চার-পাঁচটা মানহানির মামলা দায়ের হয়েচে। খচে গিয়ে অন্যরাও বলচে তারাও ছাড়বে না। একেবারে মোগলাই বাওয়াল। তা ওই হিমগিরির সব ক্যাঁচকা, কেঁচকি, গুড়্ঢা গুড়্টি সব মিটিং করে ঠিক করেচে এবার থেকে নবনীর নো এন্ট্রি।

—তাহলে আমরা কী করব?

— সেটাই তো মাতায় খেলচে না। চলো, ওই ফুটের দোকানটায় গিয়ে একটু বিস্কুট-চা প্যাঁদাই। ব্রেনটা খুলে যাবে।

এই বলে মদন তার পাঞ্জাবির সাইড পকেট থেকে দুপাটি ফলস্ দাঁত বের করে ঘপাঘপ্ পরে নিল।

মদনের ব্রেন খুলল...

চা-বিস্কুটের পর ওরা তিনজনেই ছোটো চারমিনার ধরাল। রাস্তায় জনৈকা সালোয়ার কামিজ পরা মা তার বাচ্চার স্কুলবাস আসার জন্যে দাঁড়িয়েছিল। ডি. এস আর পুরন্দর সিগারেট টানার ফাঁকে ফাঁকে আড়িয়া মেরে তাকে সাইজ করছিল। ফলে ওরা খেয়াল করেনি যে, মদন সিগারেটটা টানছে না, চোখ বুঁজে একটু একটু দুলছে। হঠাৎ চোখ খুলে খ্যাঁক্ করে হেসে ওঠায় ওরা চমকে গিয়েছিল।

— অ্যাই! অ্যাই না হলে মদন। আমার সঙ্গে কোনো নচি চলবে না।

— কি হল?

— কি আবার? সলিড, লিকুইড, ধোঁয়া— তিনটে যেই ইন্ হল অমনি প্ল্যানটা পেয়ে গেলুম।

— হবে, ভণ্ডুল?

— ভণ্ডুলের বাপ হবে। অবশ্য কেসটা পুরো নিউ-স্টাইলে। উফ্ একখানা হেড মাইরি পয়দা হয়েছিল। সব হবে অথচ আমরা আঙুলটাও নাড়ব না। স্রেফ হিমগিরির ছাদে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে দেখব।

— আরে কী প্ল্যান বলবে তো!

— পুরো বলব না। কেসটা হবে এইরকম— হিমগিরি অ্যাপার্টমেন্টের উল্টো দিকেই তেলেপাড়া বস্তি। ইয়েস অর নো?

— রাইট।

— গুড। ওই বস্তিটার মধ্যে ভেরি বিগ ব্ল্যাকের ঠেক আছে।

— আছে।

— ওই বস্তিটায় পালে পালে ফ্রম ইয়াং টু ওল্ড রুস্তম আর ক্যাওড়া থাকে।

— অবশ্য সবগুলোকে পাবে না। মানে যারা জেলে বা হাজতে!

— আরে বাবা, তাতেও যা থাকবে সেই কাফি। কাল বেলা তিনটে নাগাদ আমরা তিন ভায়াতে মিলে তেলেপাড়ার ব্ল্যাকের ঠেকে চলে যাব। একটা বাংলার বোতল ভাগাভাগি করে খেতে থাকব। দুজনেই চুপচাপ থাকবে। মনমরা মনমরা ভাব। এরপর আমি যেই বলব অমনি ডি. এস ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠবে। বাকিটা আমার।

তেলেপাড়ার ব্ল্যাক মালের ঠেকে...

আলকাতরা, প্রেসের কালি, রূপোলি রং, বাঁদর রং মাখা বিস্তর পাবলিক মাল খাচ্ছে। গান বাজছে। খেস্তাখেস্তি, রগড়, টুকটাক নাচের মোচড় প্লাস থেকে থেকে 'হোলিহ্যায়' বলে ফাগ ওড়ানো চলছে। হঠাৎ ডি. এস ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। কয়েকজন এগিয়ে এল। মদন কয়েকবার ডি. এস-এর মাথা চাপড়াল। ডি. এস থামল না। মদন উঠে দাঁড়াল।

— আমরা হলাম গরিব। ভুক্কাড়। বড়ো লোকরা হোটেলে মাল-মাগি নিয়ে ফূর্তি ওড়াচ্চে। আমরা কাঁদলে ওরা শুনবে?

ভিড় জমতে থাকে। ডি. এস থামে না। মদন বলে

— কান্না করলে ওরা ঢুকতে দেবে? ওরা হল বড়োলোক। নিজেরা গান শুনবে, আমরা শুনতে চাইলে— গাঁড়ে কিক্।

ভিড়ের কয়েকজন মুখ খোলে,

— কে বাঁড়া গরিবের গাঁড়ে কিক্ মারবে? কোন বে?

মদন এবার দাঁত পরে নেয়,

— আরে আপনাদের উল্টোদিকে ওই যে হিমগিরি অ্যাপার্টমেন্ট। ওখানে তো বিরাট ফাংশান। আমরা শুনতে গেলাম। ফুটিয়ে দিল।

— হ্যাঁ, সকাল থেকে তো মাইক টেস্টিং হচ্চে।

ডি. এস ডুকরে ওঠে।

মদনের গলা চড়ে।

— ও আমাদের ছোটোভাই। তা দুই দাদাকে বলল কুমার শানু আসবে, অভিজিৎ আসবে, শুনতে যাব। আমরা বললাম, দোলের দিন গাড়িঘোড়া বাস কম, একা কোতায় যাবে, তা সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। দেবে না। ঢুকতে দেবে না।

কুমার শানু! অভিজিৎ! সেই বার্তা যে স্পিডে রটে গেল তা বৈদ্যুতিন ব্যবস্থাতেও সম্ভব কিনা সন্দেহ।

মার শালা! মার শালা!

মালে চুর এক ব্যাপক মাতালবাহিনী আর পালে পালে মেয়েমানুষ আর বাচ্চা হিমগিরির গেটের দিকে এগোয়। একটু আগেই বসন্ত উৎসবের প্রধান অতিথি প্রসিদ্ধ মোক্তার গজেন্দ্রনাথ পোড়েল এসে গেছেন। মাইকে প্যাঁ পোঁ, টুং টাং, ধপড় ধাঁই ইত্যাদি শোনা যাচ্ছে। এক প্রোমেটার বাসিন্দার সুবাদে টিভির উঠতি অভিনেত্রী পিউ ও ঝিনুকও নিজ নিজ বয়ফ্রেন্ডসহ উপস্থিত। বিকেল গড়াতে স্টার্ট করেছে, হাতে ফুল বাঁধা বালিকার দল, ডিজাইনার পাঞ্জাবি পরা যুবকবৃন্দ, আবিরের থালা গ্লাস এলাহি ভুরিভোজ ও লুকিয়ে চুক চুক বিজনেস্—সব রেডি। কিন্তু বাইরে এমন এক কোলাহল যা ঠিক বারণ হচ্ছে না।

দারোয়ানরা ভয় পেয়ে গেট বন্ধ করে দিয়েছিল। গেটের ওপর দুমদাম ধাক্কা শুরু হয়ে যায়। এই হট্টগোলের মধ্যে তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা তিন পিস ফ্যাতাড়ুর টেক অফ্ এবং হিমগিরির ছাদে সফট্ ল্যান্ডিং কারোরই চোখে পড়ার কথা নয়। ছাদের ধারে ওরা তিনজনেই পা ঝুলিয়ে বসে।

কলরব গর্জনে পরিণত হয়। ভেতরে দুমদাড়াক্কা ইট পড়তে শুরু করে. তৎসহ বোতল, ভাঁড় ইত্যাদি। বসন্ত উৎসব দ্বারে জাগ্রত হওয়ার বদলে ফ্ল্যাটের একতলায় গাড়ি পার্ক করার জায়গায় গিয়ে ভয়ে ঠক ঠক— কি যে হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাইরে থেকে চিৎকার শোনা যায়,

— মার শালা! মার শালা!

সকলের রিকোয়েস্টে সেক্রেটারি মশাই একবার গেটের দিকে এগোবার জন্যে উদ্যত হয়েছিলেন কিন্তু সেই মোমেন্টেই গিম্ করে একটা পেটো ভেতরে

পড়ে ফাটল। গেটের ওপরে দমাদম আওয়াজ। সেক্রেটারি থানায় ফোন করলেন,

— হিমগিরি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বলছি। ইমিডিয়েটলি ফোর্স পাঠান।

— মানে? দোলের দিন। ফোর্স পাঠান। ফোর্স কি হাতের মোয়া?

— আমাদের এখানে অ্যাটাক চলেছে।

— কি?

— অ্যাটাক।

— ও দোলের দিন মাল খেয়ে দু-চারটে কিচায়েন হয়েই থাকে। মিটিয়ে নিন।

— কি মেটাব? তেলেপাড়া বস্তির সব গুণ্ডা হিমগিরি অ্যাপার্টমেন্ট অ্যাটাক করেছে। আমি মেটাব?

— ঠিক আচে। লাইনটা ছাড়ুন তো। যত শালা ফালতু ঝামেলা। এই, কে আচে রে বাবা ডিউটিতে...

আরেকটা সকেট বোমাও ফেটেছিল। পুলিশ এসেছিল। সামনে ভোট। পুলিশ কোনো পার্টিকে খচাতে চায় না। দীর্ঘ আলোচনা চলে। শান্তি বৈঠক। মিটমাটে টাইম নেয়। মাতাল ক্যাওড়াদের বোঝানো বেদম ঝামেলার কাজ। বসন্ত উৎসব মায়ের ভোগে, আতঙ্কের রেশ কাটতে চায় না। পুলিশ প্রোটেকশানেই মিস্টার পোড়েল, মিস পিউ, মিস ঝিনুক খাবারের প্যাকেট বগলে ধাঁ।

আরও রাতে...

তিনজন ফ্যাতাড়ুই ডাইভ মেরে নবনী ধরের দশ তলায়। নবনী বারমুডা পরা, খালি গা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও সাঁইবাবার লকেট।

— ভাই! ভাই! আঃ গলে লাগ যা। ব্ল্যাক ডগ। আইস কিউব। সোডা।

নবনী হাঁক ছাড়ে,

— মেঘু, মে...ঘু! দেখবে তো কারা এসেচে?

মেঘমালা ধর। ট্রান্সপারেন্ট নাইটির ওপরে হাউসকোট জড়িয়ে ঢোকে। হাতে ট্রে। গরম গরম ভেটকি ফ্রাই!

— থাক। মেঘু মেঘু করতে হবে না। আমি কি জানি না যে ঠাকুরপো-রা এসে পড়েচে।

নবনী বলে,

— বসন্ত উৎসবের ঝোপে লাঠি, তোপে কাঠি।

ডি. এস বলে ওঠে,

— মেঘু বউদি!

— বলো গো!

— চাট্টি চাট্টি আটটা ফ্রাই কিন্তু আমি বাড়ি নিয়ে যাব। দোলের দিন। বউ, ছেলে আচে। কখনো খায়নি।

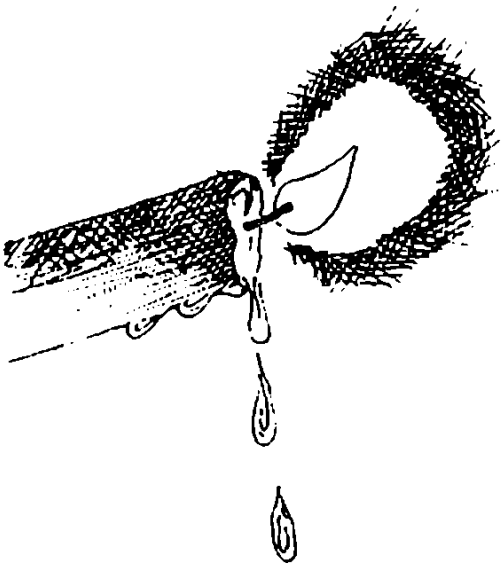

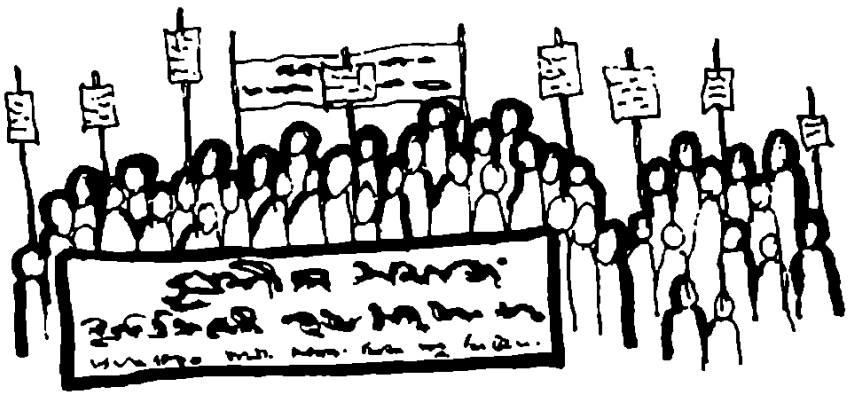

সুশীল সমাজে ফ্যাতাড়ু

সন্ধেবেলা মদন, ডি. এস আর পুরন্দর ভাট— তিনজন ফেমাস ফ্যাতাড়ু হেভি গা ছাড়া গা ছাড়া দুলকি মেজাজে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছের আকাশে উড়ছিল। একেবারেই বিন্দাস ও কুল। ফুরফুরিয়া বাতাসে মেজাজের পাখনা বেরোয়। চলছিল একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় নিয়ে আলোচনা। ডাইনোসর। কথাটা তুলেছিল পুরন্দর ভাট। কারণ পাড়ার ক্লাবের টিভিতে সে হিন্দিতে ডাব করা 'গডজিলা' দেখেছে। ডি. এস শুনে ঘাবড়ে গেল। যদিও সেটা ভাঙছে না।

— সব হল ঢপ। সমুদ্রের তলায় যাও—ক্যাঁকড়া, চিংড়ি, গেঁড়ি, গুগলি সব থাকে। আমি ভালো করে জানি। বিদঘুটে সব মাছ। তার পর তোমার গিয়ে হাঙর।

— গডজিলাও থাকে।

— বাল থাকে। যা বলচো শুনে মনে হচ্চে গিরগিটি টাইপের। গিরগিটি টিকটিকি— এসব হল গিয়ে ড্যাঙার মাল। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই বাঁড়া গডজিলা মারাচ্চে।

— এক পিস যদি ঘ্যাঁক করে বেরোয় তো বুঝবে। খিস্তি করা বেরিয়ে যাবে। ন্যাজটাই হবে ধরো আধ মাইলটাক।

— আর ওই-টা। ওই-টার সাইজ বললে না?

এবারে মদন খচে গিয়ে পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফলস দাঁতেরপাটি দুটো বের করে ঘপাঘপ্ পরে ফেলল,

— থামবে? একটু উড়চি গা এলিয়ে। দিল সব ঘেঁটে। যা হোক, ডি. এস কেন গডজিলা মানছে না সেটা আমি জানি। বলে দেব?

— কেন মদনদা?

— কী, বলব?

ডি. এস সায়লেন্ট।

— বাপের বাড়ির এক দঙ্গলের সঙ্গে ডি. এস-এর বউ, ছেলে পুরী বেড়াতে যাচ্চে। এই সময় তুমি বললে সমুদ্দুর থেকে ডায়নো বেরোনোর গল্প। ডি. এস ঘাবড়ে গেচে। কী, ঠিক ধরেচি?

ডি. এস ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল,

— পুরীতে কি আসতে পারে? গডজিলা?

পুরন্দর বলে ওঠে,

— পারেই তো। পুরী, দীঘা, গঙ্গাসাগর যেখানে ইচ্ছে আসতে পারে। তুমি ভাবলে জাহাজ ফাহাজ হবে। হঠাৎ দেখলে ঘ্যাঁ...

ডি. এস ফুঁপ ফুঁপ করে কাঁদতে থাকে। মদন ডি. এস-এর পিঠটা থাবড়ে দেয়।

— এই দ্যাখো! আসবে না। আমি বলচি আসবে না। পুরন্দর বলে,

— কেন পুরী কী দোষ করল? বড়ো বড়ো ঢেউ, ছিপে ছিপে এলেই হল—

— না, পুরীতে জগন্নাথ আচে। বড়ো বড়ো মন্দির। গলা বের করে

যেই দেখবে অমনি ঘাবড়ে যাবে। ডি. এস ঘাবড়িও না।

পুরন্দর জগন্নাথ ফগন্নাথ পাত্তা দেয় না কিন্তু সোজাসুজি না বললেও বুঝিয়ে দেয়,

— সে পুরী না হয় গেল না, কোথাও তো যাবে!

— যে যাক না— কলম্বো যাক, আন্দামানে যাক, পুরীতে না গেলেই হল। কী বল ডি. এস।

ডি. এস ফুঁপোতে ফুঁপোতে বলে

— গডজিলা কি সত্যিই আছে?

— একসময় ছিল, বুঝলে ডি. এস— ডাইনোসর। জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু, সে জাতির নাম ডাইনোসর। তখন মানুষ পয়দা হয়নি।

— তখন সি পি এম ছিল?

— ধ্যুস?। সিপিএম তো কালকা যোগী। বাকিটা জান?

— জানি, গাঁড়মে জটা।

— গুড। এইতো মুডটা ফিরচে। যে দিকে তাকাবে ঘ্যাঁক্ ঘ্যাঁক্ কড়মড্ কড়মড্। ডাইনো কা খেল।

— সবাই কি গডজিলার মতো সমুদ্দুরে থাকত।

— নো। কেউ থাকত ড্যাঙায়, কেউ জলে, কয়েকটা উড়ে বেড়াত। হিউজ সাইজ। ধরো, এই যে আমরা, আমরা যে ফ্যাতাড়ু, তখন এক একটা আরশোলা হত আমাদের সাইজের। সবাই ছিল জায়েন্ট।

তখন জগন্নাথ ছিল?

— এমন এক একটা ফ্যাকড়া তোল যে ঝাঁট গরম হয়ে যায়।

— মদনদা, ডি. এসকে ফোটাও। ছটা লাইন, শুনবে?

— শোনাও!

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ
এই মুলো, এই পাদ
সিপিএম-তৃণমূল লীলা
নীরবেতে কাজ সারে

দেখে যায় আড়ে আড়ে
জলে ডুব দিয়ে গডজিলা

— ঘ্যামা! উফ্ লীলার সঙ্গে গডজিলা— খাপে খাপ। কেমন বুঝলে, ডি. এস?

— ওই একরকম। তা তুমি ওই যে ডাইনো বাচ্চোৎগুলোর কথা বলছিলে, মালগুলো সেঁটে গেল কেন?

— সে জানি না। হয়তো মড়ক ফড়ক লেগেছিল।

— মুরগিগুলোর এখন যা হচ্চে?

— হবে সেরম একটা কিছু। বা হয়তো নিজেরাই একে ওকে কামড়াতে কামড়াতে ফুটে গেল।

— আজব কেস। আরে ওটা কী? হেভি দেখাচ্চে তো।

— মনে হচ্চে আলো জ্বেলেচে। চলো, নেমে দেখবে?

— মদনদা, কেসটা আমি জানি। মোমবাতি মিছিল।

— মানে মোমবাতিরা মিছিল করচে? লে!

— না, না, মোমবাতি হাতে লোকেরা মিছিল করচে।

— কেন?

— সে আমি কী করে জানব— আজকাল এইটা রেওয়াজ হয়েচে, বুঝলে মদনদা কেউ কাউকে ক্যালাল, কেউ খোঁচা খেয়ে গলায় দড়ি দিল বা মাগি লোপাট কেস— বা ধরো বোমফোম ঝাড়ল— অমনি মোমবাতি জ্বেলে দাঁড়িয়ে যাও।

— কি বালটা হবে ডাণ্ডা জ্বেলে।

— ওরাই জানে। কাজকম্মো না থাকলে কী করবে? দল বেঁধে মোমবাতি জ্বালো।

— যা হোক, শোনো, বাওয়ালটা হচ্চে, দাঁড়াও দাঁড়াও, গির্জার পাশে, মানে অ্যাকাডেমির সামনে। আমরা এক কাজ করি। রবীন্দ্রসদনের মাঠে, গাছপালা দেখে ঝুপাঝুপ ল্যান্ড করি, তারপর হেঁটে গিয়ে সার্ভে করব। সাবধানে নামবে। লোকে আজকাল হেভি ধুড় হয়ে পড়েচে। ভালো মনে

ল্যান্ড করলুম, বাঁড়ারা হয়তো হাঁউমাঁউ জুড়ে দিল। চলো, পর পর ডাইভ মারি... জয় মা বাংলা...

* * *

একটি ব্যানার— বিস্তর মোমবাতির আলোয় পড়া যাচ্ছে— 'আলেয়া দেবীর মৃত্যু আত্মহত্যা না হত্যা' প্রখ্যাত নাট্যকার ভুজঙ্গধর গড়াই তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এইভাবে ফিনিশ করলেন—

'আলেয়ার মৃত্যুতে সুশীল সমাজ যেভাবে নাড়া খেয়েছে, এবং শুধু নাড়া খাওয়াই নয়, ওপর মহলে নাড়াচাড়ার জন্যে যে চাপ দিয়েছে তাতে করে আমি এই আশায় বুক বেঁধেছি যে কাল যদি আমার বা অন্য কারোর আলেয়ার দশা হয় সুশীল সমাজ ফের নাড়াচাড়া শুরু করে দেবে, ওপর-নীচ সব মহলেই নাড়াচাড়া পড়ে যাবে...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরপরেই মোমবাতির আলোয় সেই দশাসই থোবড়াটা দেখা গেল এবং চাপা উচ্চারণে শোনা গেল 'নবনী ধর! নবনী ধর!'

নবনী মাইকের সামনে দাঁড়াতে গিয়ে টলে যায়, হেড-অন ক্র্যাশই হয়তো করে যেত যদি না ফেমাস দুই সেলিব্রিটি মিস পিউ ও মিস ঝিনুক দুপাশ থেকে ধরে ফেলত। এর মধ্যে গ্যানজামের ভেতরে ফ্যাতাড়ুরা গ্যারেজ হয়ে গেছে, মুখে হালকা বাংলার স্মেল। ডি. এস বলে ফেলে,

— পুরো লোড! নবনীদা পুরো লোড! চলবে, বস!

সুশীল কয়েকজনের ভুরু কুঁচকে গেল,

— কি বলছেন? জানেন উনি কে?

— জানব না কেন। নবনীদা, মেঘু বউদি— তোর গাঁড় চুলকোচ্চে কেন? বোকাচোদা।

এর সঙ্গেই মদন জুড়ে দেয়,

— চেপে যান, এরপর রদ্দাফদ্দা ঝাড়ব, ঘেঁটি জাম হয়ে যাবে, বালিশ রোদে দিলেও কিছু হবে না।

ওরা, মানে, সুশীলরা ঘাবড়ে যায়। ওদিকে নবনী মিস পিউ ও মিস ঝিনুকের প্রায় খোলা কাঁধে থাম্বার মতো হাতদুটো রেখে দেয়... বলতে

থাকে— 'আলেয়া ছিল। তারপর নেমে এল লোডশেডিং। আলেয়া চলে গেল। আর আসবে না। আলেয়া.. বড়ো ভালো ছিলে গা, আ...লে...' মাথাটা ঝুঁকে পড়ে... বোঝাই যায় যে কেলিয়ে পড়বেই... কয়েকজন সুশীল গিয়ে নবনীর খপ্পর থেকে মিস পিউ ও মিস ঝিনুককে মুক্ত করে জিন্দা লাশটাকে হাঁটিয়ে সাইডের দিকে নিয়ে যায়... ঘোষণা শোনা গেল যে, আলেয়া দেবীর স্মরণে কবিতা পাঠ করবেন মল্লিনাথ বসু। পাঠকের পোয়েট অ্যান্ড এসেয়িস্ট ম্যাল্লিনাথ বাসুকে মনে করিয়ে দিতে হবে?

কিন্তু যা হবার নয় তা হতে পারে না। মল্লি ভেবেছিল গ্যাজরা হুলোর মেটিং কলের মতো গলায় শুরু করবে— 'ও কি চিতার আগুন না দপদপে আলেয়া' কিন্তু আচমকা বিকট হেঁড়ে ভয়েসে ডি. এস 'ছাঁইয়া ছাঁইয়া' বলে গান জুড়ে দেওয়ায় এবং সেইসঙ্গে বাকি দুজন ফ্যাতাড়ুর ধিনিক ধিনিক ডান্স শুরু হওয়ায় কেসটা ঘুরে গেল, প্লাস সেটা ফের প্রমাণিত হল যে, যে কোনো ভিড়ভাট্টায় বেশ কয়েকজন ক্যাওড়া থাকে, চান্স পেলেই আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে ত্যালাপোকার স্টাইলে সোৎসাহে বেরিয়ে পড়ে। তারাও মিঠুনের স্টাইলে নাচতে শুরু করায় আলেয়া দেবীর স্মৃতিসভার আয়োজকরা কর্ডলেসে বলতে বাধ্য হয়— 'বন্ধুগণ, আমাদের স্মৃতিসভা ও মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করার অনুষ্ঠানটি বানচাল করার জন্যে মুষ্টিমেয় সমাজবিরোধী সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আমাদের ঘোর সন্দেহ যে, যে অশুভ শক্তি আলেয়া দেবীর অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ি, এ চক্রান্ত তাদেরই, এদের চিহ্নিত করতে হবে, পুলিশ ভাইদের প্রতি আমাদের অনুরোধ...

এইসব শুনলেই পুলিশ আজকাল সেঁটে যাওয়ার ধান্দা করে কারণ সুশীল সমাজের দুটি প্রধান ফ্যাকশনের দু সাইডেই ঘ্যামা ঘ্যামা সেলিব্রেটি রয়েছে, সকলেরই সোর্স আছে, টপ ও লো— সব মহলেই। যাই হোক— বিশিষ্ট সুশীলদের সঙ্গে ফ্যাতাড়ুদের মধ্যে সওয়াল-জবাব চলছে,

— কি ভেবেছেন আপনারা?

— কিছুই না। লোকজন জমেছে দেখে একটু নাচগান—

— জানেন আলেয়া দেবী কে?

— ওই ফটোটা যার?

— হ্যাঁ।

— দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বেঁড়ে খানকি টাইপের...

— আঃ ডি. এস, কী বলছ। ফটোটা দেখে তো মনে হচ্ছে খানদানি...

— পুলিশ! পুলিশ!

সকলেই জানে যে সুশীলদের মধ্যে ভারী একটা অংশ ঘোরতরভাবে অহিংস এবং প্রতিপক্ষের বক্তব্য শোনাটা আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করেন যার প্রমাণ আমরা বারংবার বিবিধ টিভি চ্যানেলের বিতর্ক সভায় পেয়েছি। তাদেরই একজন, ওই ক্যাচালের মধ্যেই, সাধু প্রস্তাব দিলেন,

— আপনাদের যদি কিছু বলারই থাকে মঞ্চ থেকে বলুন। আসুন, যা মনে করছেন খোলাখুলি বলুন। আমরা শুনব।

পুরন্দর ভাট ঘাবড়ে গিয়েছিল, কানে কানে সে মদনকে বলল,

— গাঁড় মেরেচে। চল কেটে পড়ি মদনদা।

— কী কাটবে! নো কাটাকাটি। চলো স্টেজে। ডি. এস দমাদ্দম শুনিয়ে দাও তো।

— রেখেঢেকে বলব না খুলেমেলে?

— পুরো খুলে— খুল্লামখুল্লা।

ভিড়ভাড় ঠেলে তিন পিস ফ্যাতাড়ু স্টেজে উঠে পড়ে। দুপাশে হাসি হাসি মুখে মিস পিউ ও মিস ঝিনুক। কর্ডলেস হাতে নেয় মদন,

— যা বলার ডি. এস— মানে এই নাটুয়া মালটাই বলবে। আমি মদন আর এ হল পোয়েট পুরন্দর ভাট। আপনারা তো সব জ্ঞানীগুণী গ্যাঁজ। কিন্তু জানবেন আমরাও কমতি যাই না। মাল খেয়ে আউট না হয়ে গেলে দেখতেন নবনীদা, আপনাদের ওই নবনী ধর আমাদের জাপটে হামি খেত পকাচ্ পকাচ্ করে। কেন জানেন?

—বলুন! বলুন!

— গুড। ওই বাঞ্চোৎ মল্লিনাথ নবনীদার বউ মোটকা মডেল মেঘু বউদি মানে মেঘমালা ধরকে লাইন করতে গিয়েছিল। করেই ফেলত।

ধুমা কেলিয়ে শালাকে ভাগিয়েছিলাম। কি বে মল্লি, কিছু বলবি? বলবে না।

সেমসাইড গোল করে ফেললে ফুটবল প্লেয়ারদের মুখে একটা গাণ্ডু কাটিং এসে পড়েই। সেটাই দেখা গেল মল্লির খোমায়।

— কার কার পোঁদে গু আমরা সব জানি। বেশি ক্যাঁওম্যাও করলে কার টুপি, কার ঘোমটা সব ফাঁস করে দেব। আমাদের হেঁজিপেঁজি ভেবো না, মাইকটা ধরো তো ডি. এস।

ডি. এস মাইক নিয়ে মুখের কাছে এনে পাদের মতো আওয়াজ করে টেস্ট করে, তারপর শুরু করে, হঠাৎ দুপাশে ঘাড় ঘুরিয়ে মিস পিউ ও মিস ঝিনুককে দেখে নিয়ে

— বড় বড় মাই কি... জয়! আমি যে গপ্পোটা আপনাদের শোনাতে চাই সেটা হল ওসব আপনাদের ওই আলুয়া-মালুয়া মরেচে ফরেচে বলে এই যে মোমবাতি নিয়ে ক্যাচাল— এটা আমি রোজ করি। রোজ রাতে দেখবেন আমাকে মোমবাতি হাতে যেতে। কোথায় বলতে পারবেন?

— বলুন! বলুন কোথায়? চলবে গুরু।

বোঝাই যায় যে ফ্যাতাড়ুদের দিকে সাপোর্ট বাড়ছিল।

— বলচি! পাইখানায়। হাগতে! আমাদের বাড়ির পাইখানাটায়, বুঝলেন, গিজ গিজ করছে আরশোলা, তারপর ইয়া ইয়া সাইজ এক একটা মাকড়সা— হাগতে স্টার্ট করেছি হারামিগুলো হয়তো এ ওকে তাড়া মারতে থাকল— আরশোলা ভারসাস মাকড়সা— হেভি বাওয়াল... বুঝলেন

— সলিড, গুরু। মোমবাতি মারাচ্চে! যত শালা ঢপবাজ!

— পুলিশ ডাকুন! ধরে নিয়ে যাক!

ডি. এস ফের শুরু করে,

— আবে, এই... পুলিশ ডাকবি ডাক। আমি তো ভেবেচি আপনারা সব দল বেঁধে হাগতে চলেছেন...

এরপরই ব্যাপক বাংলা বাওয়াল শুরু হয়ে গেল। কেউ চেঁচাল,

— পুলিশ আসছে! ঘিরে ফেলুন যাতে পালাতে না পারে।

এই ক্যাচালের মধ্যেই ক্যাওড়ারাও হুপ্ হাপ্ আওয়াজ দিয়ে হাওয়া গরমানোর চেষ্টা করছিল।

— মদনদা, পুলিশ আসচে, উড়বে না?

— ধ্যাৎ, এখন না, যখন হাতখানেক এসে পড়বে তখন। ডি. এস থামলে কেন?

ডি. এস ফের চেঁচায়,

— আলুয়া মারাচ্চে! কাজ নেই কম্মো নেই ডান্ডা জ্বেলে ঢ্যামনামি। আবে এই মন্নি! হালুয়া টাইট করে ছেড়ে দেব... চল্ ছাঁইয়া ছাঁইয়া রে ছাঁইয়া...

একটা ব্যাদড়া ঝামেলা আন্দাজ করে মিস পিউ ও মিস ঝিনুক কেটে পড়ার তাল করছিল, সুশীল বাধায় তা হল না।

— বুঝতে পারছেন না কেন আমাদের তাড়া আছে..

— আর মাত্র দুমিনিট ম্যাডাম,পুলিশ এসে ওদের ধরবে, কী নুইসেন্স ক্রিয়েট করছিল আপনারা একটু পুলিশকে বলবেন...

— আপনারাই তো রয়েছেন...

— না, না, আপনারা সেলিব্রিটি, আপনাদের কথার একটা আলাদা ওয়েট আছে।

কলরোল শোনা গেল,

— এসে পড়েছে! পুলিশ এসে পড়েছে!

পুলিশ অফিসারের জাঁদরেল হুকুম— পাকড়াও! পাকড়াও।

মিস পিউ ও মিস ঝিনুকের আর্ত আবেদন,

— আপনারা বুঝতে পারছেন না কেন আমাদের ফ্লাইট ধরতে হবে...

ওদেরই মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে ডি. এস বলে,

— আমাদেরও ফ্লাইটের টাইম হয়ে গেছে, এই শালা গাণ্ডুর পাল, দেখবি কীভাবে ফ্লাইট ধরে... এই দ্যাখ...

ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই

ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই

ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই

শাহরুখ বা গোবিন্দা কখনোই পারবে না এমন সব বিচিত্র নাচের ভঙ্গি করতে করতে সমবেত সুশীল স্ট্যাচুমণ্ডলী ও জনাপাঁচেক ক্যালানে মার্কা পুলিশের সামনে ফ্যাতাড়ুরা টেক অফ করেছিল এবং বেশ কিছুটা হাইট পরে ব্যালের স্টাইলে ভিক্টোরিয়ার দিকে উড়ে গিয়েছিল। সেই বিস্ময়ের সুশীল ঘোর কবে যে কাটবে বা কখনোই কাটবে কিনা সে বিষয়ে কেউই কিছু বলতে পারছে না।

এই ঘটনার দুদিন পরে বিভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও দিকপাল সুশীলেরা বাজারের ফর্দের মতো লম্বা একটা ছাপানো চোতা তাঁদের লেটারবক্সে পেয়েছিলেন যাতে ছিল,

সুশীল সমাজ
পুরন্দর ভাট

মুখখানি কাঁচু মাচু
বসিয়া হাগিছে পাঁচু
রেলগাড়ি থেকে দেখা যায়
সুশীলারা শৈবালে
ধরে গোঁড়ি ছেঁড়া জালে
রেলগাড়ি ঝিকি ঝিকি ধায়
বুড়া রমজান মিঞা
লুঙ্গি ছাড়িয়া দিয়া
গামছা পরার একফাঁকে
উঁকি দিল বাংলায়
চিরকাল ঝোলে যাহা
হাড়গিলে ঠোকরায় যাকে
ঐ দ্যাখো তরুতলে

বসিয়া সদলবলে
মদ্দারা টানিতেছে তাড়ি
বাংলা রহিল পিছে
বিহার আসিছে ভায়া
চলিছে, চলিবে রেলগাড়ি
অতীতে সাহেব মেম
আজ শুধু সিপিএম
এর পরে জানো কিছু ভাই?
সুশীল সমাজ জানে
সকল ধাঁধার মানে
কেবা ঘুড়ি, কেহ বা লাটাই!
যেখানেই যাও তুমি
সবই জনমভূমি
এই কালীঘাট, এই তাজ
পাঁচু আর রমজান
দোঁহে মিলি করে গান
ভাঁজ মারে সুশীল সমাজ

টিভির গ্যানজামে ফ্যাতাড়ু

বেলা আড়াইটে নাগাদ ডি. এস-এর বাড়ির ভেতরটা একেবারেই চুপচাপ অথচ দরজা খোলা দেখে, প্রথমটায় মদন ও পুরন্দর ভেবেছিল নির্ঘাৎ যেমন হয় তেমন ডি. এস-এর মোটা, কালো, কোলাব্যাং বউ খচ্চর নাটকা ছেলেটাকে বগলদাবা করে বাপের বাড়ি ভেগেছে আর ডি. এস সকাল সকালই দুমদাম বাংলা চার্জ করে আউট হয়ে পড়ে আছে। সান্নাটা।

পুরন্দর ফিসফিস করে উঠল,

— মালের ঘোরে সুইসাইড ফুইসাইড করে ফেলতে পারে। বা হয়তো পয়জনড্ চোলাই খেয়ে খতম।

— থামো তো। উঁকি মেরে দেখি। ও মাল অত সহজে সাঁটার নয়।

উঁকি মেরে ওরা দেখল টিভি চলছে, তাতে হিজিবিজি কতগুলো দাগ নন-স্টপ কাটাকুটি করছে, নো সাউন্ড এবং ঘরের কোণে বাবা, মা, ছেলে

একটা ছোটো সাইজের অ্যালুমিনিয়ামের গামলা থেকে হলদেটে ঝোল মাখা ভাত দলাদলা করে তুলে গবগবিয়ে সাঁটাচ্ছে। তিনজনের থেকে হাতখানেক দূরে বসে আছে গলায় ফিতে বাঁধা একটা হাড় জিরজিরে বেড়াল যার ল্যাজটা ভিজে। মদন আর পুরন্দর যে ঘরে ঢুকে পড়েছে সেটা ওরা খেয়ালই করেনি। এরকম বেপরোয়া খাওয়া সচরাচর দেখা যায় না। নীরব ভক্ষণের তালটা কাটল বেড়ালটাই, নেহাতই ক্ষীণ কণ্ঠে একবার ককিয়ে উঠে। ডি. এস অমনি ঘ্যাঁক করে উঠল,

— কতবার বলেচি বাঞ্চোৎটাকে খাইয়ে খাইয়ে অভ্যেস খারাপ করবে না। ঝাড়ব একটা লাথ একদিন...

এইটা বলতে বলতেই ডি. এস-এর চোখ মদনদের ওপর পড়ল এবং ডি. এস বিষম খেল। ঘঁক ঘঁক করে আওয়াজ। কাশি। নিজেই হাত ঘুরিয়ে নিয়ে ঘাড় থাবড়ায়।

পুরন্দর বলল,

— জল খাও। জল খাও।

ডি. এস-এর বউ একটা প্লাস্টিকের মগ এগিয়ে দেয়। ডি. এস সেটা এঁটো করেই ঢকঢকিয়ে জল খায়। উঠে পড়ে। বউ বলে,

— আর খাবে না?

— না ফাঁসির খাওয়া হয়ে গেছে। তোমরা বাকিটা খাও। এমন ব্যাদড়া ঝাল দাও যে বিষম না লেগে যায়?

— তুমিই তো বললে, গরগরে লাল করে রাঁধতে।

— দাঁড়াও আঁচিয়ে আসি। পুরন্দর বিড়িটা রেডি করো। আসচি।

ডি. এস বেরিয়ে যায়। ওদিকে বউ আর ছেলে গবগবিয়ে খাওয়া চালিয়ে যায়। ডি. এস ফিরে এসে মাদুরটা পাতল। বসে পুরন্দরের কাছ থেকে বিড়ি নিয়ে উল্টো ফুঁ দিল, দু আঙুলে কয়েকবার পাকাল, তারপর ধরাল।

— গন্ধটা তো ভালোই। বার্ড ফ্লু-র বাজারে মুরগি প্যাঁদাচ্ছ?

— আরে দূর। মুরগি কোত্থেকে কিনব, যা দাম। তা আজ কাল লোকে তো মুরগি কিনলে মাথাফাতা, তারপর তোমার গিয়ে মেটলি— এগুলো

নেয় না। তা চেনাশোনা তো। দুটাকায় গোটা কুড়ি মাথা দিয়ে দিল। ব্যস, গবগবাগব কেস। ভালোই হল, রোববার ছিল, হয়ে গেল।

পুরন্দর বলে ওঠে,

— সে ভালো করেচো কিন্তু বেড়ালটাকে যেভাবে খ্যাদালে।

— থাম তো। হেবি হারামি। যেই কিছু খাচ্চি অমনি বাঁড়া প্যাঁও প্যাঁও— দ্যাকো না, গলায় ফিতে বেঁধেছে, রাতে আবার দুধ-পাঁউরুটি। ছেলেটার মাথা খেয়েচে, এখন বেড়ালটার খাচ্চে। দেব একদিন বালতিচাপা, বুজবে...

মদন বলল,

— ছাড়ো তো! এবারে বেরিয়ে পড়তে হবে। জরুরি কাজ পড়ে গেচে, কোনদিক দিয়ে কী সামলাব। চিন্তায় হাল্লাক হয়ে যাচ্চি।

— কী এমন কেস? পুরন্দর নিশ্চয়ই জানে।

পুরন্দর মাথা নেড়ে বোঝাল যে সে জানে না।

— কি পরবে পরে নাও। পার্কে গিয়ে বসি। তারপর সব বলচি।

* * *

আধখানা পেচ্ছাপখানা, আধখানা ন্যাড়া মাঠ যাতে একটাই বেঞ্চি যাতে পিঠ নেই বলে কেউ হেলান দিতে পারবে না। সেখানেই তিনজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

— ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। কিছু একটা করতেই হবে। আজকেই হোক সেটা। স্ট্রেট একেবারে ঘেঁটেঘুঁটে ভেস্তে দিতে হবে।

— আরে খোলসা করবে তো, কী ঘাঁটব, কাকে ঘাঁটব।

— বলচি। কাল একটা দাঁও মারার ধান্দায় গরচা গিয়েচিলাম, বুজলে?

— ঢপ দিও না। গরচায় কেউ দাঁও মারতে যায় না, যায় যখের বাংলার ঠেকে।

— ঠিক বলেচ আবার গাঁড়ও মারিয়েচ। দাঁওটা হল না। ওখানে একটা বাংলা সাবান কারখানা আচে। ওদেরই কিছু ব্যাঁকাত্যাড়া মাল বস্তা ছয়েক বাগাব বলে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেকি বাঁড়া ভোঁ ভাঁ। কোম্পানি মায়ের ভোগে। তালা লটকানো। মালিক ল্যাওড়া ভাগলবা। কয়েকটা ওয়ার্কার

বসে। ওই তোমার বাড়ির বেড়ালের মতো দেখতে।

পুরন্দর হাঁকড়ে ওঠে,

—ভুখা মজদুর করে পুকার...

— ওই ঢপের চপ এখানে বলচো বল, ওদের কাছে বলতে যেও না। চিঁ চিঁ করচে, বুক ফুঁড়ে হাড় বেরোনো— করে পুকার! ওসব বাড়িতে সবিতাকে শুনিও।

ঝাড় খেয়ে পুরন্দর চুপসে যায়। পকেট থেতে একটা আধছেঁড়া কাগজ বের করে, একটা ন্যাংটো রিফিল। ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে লিখতে থাকে। মদন ডি. এস-কে চোখ মারে। বলতে থাকে,

— তা মদনকে দমাবে এমন ছোল কেউ পয়দা হয়নি। দাঁও হল না। সো হোয়াট। চলে গেলাম। ঠেক। পাঁট একটা নিয়ে সবে খুলেচি, সামনে দেখি হিউজ বডি, তখনই হাফ আউট, ধুতি খুলে যাচ্চে। বলতে পারবে কে?

— কে? কারফরমা?

— নো। নো কারফরমা।

— ও হল সেই কুস্তিগীর পুঁটকি গামা।

— না, কারফরমাও নয়, পুঁটকি গামাও নয়, সাহিত্যসম্রাট বজরা ঘোষ।

— বজরাদা!

— হ্যাঁ বজরাদা। অত বড়ো আড়াটা চুপসে গেছে। টাকটা আরও বেড়ে গেচে। বললাম কতটা খেয়েচ? বলল বড়ো জোর একটা ফাইলের মাপের, তাই আর এখন বডিতে নিচ্চে না।

— বলো কী?

— এই জানবে। বজরাদা আর বেশি দিন নেই। পুরন্দর খচে মচে যেটা লিখলে শুনিয়ে ফেল তো ভায়া— তোমাকে বার খাওয়ানোর জন্য কথাগুলো বলেচিলাম, কি বল ডি. এস।

— পড়, আলবাল কি লিখলে, পড়।

— গাঁড় মারি তোর মোটরগাড়ির
গাঁড় মারি তোর শপিং মলের

বুঝবি যখন আসবে তেড়ে
ন্যাংটো মজুর সাবান কলের

— চাম্পি! চাম্পি!

—দাঁড়াও, আরও আছে,

পেটমোটাদের ফাটবে খুলি
ফাটবে মাইন চতুর্দিকে
গলায় ফিতে নেংটি বেড়াল
তার বরাতেই ছিঁড়বে শিকে

মদন চুপ। ডি. এস ফুঁপ ফুঁপ করে কেঁদে ওঠে,

— আর কক্‌খনো বেড়ালটাকে মারব না।

পুরন্দর থ! মদন বলে,

— ওফ্ যা নামিয়েচো না কোনো উদগাণ্ডুর ধকে কুলোবে না। ডি. এস কেঁদ না। বজরাদার জন্যে আজ জান লড়িয়ে দিতে হবে।

— বল, কাকে ক্যালাতে হবে!

—ক্যালাকেলির কেস নয়। কৌশল। বজরাদা লেটেস্ট যা লিখচে সেগুলো কেউ ছাপচে না। যেখানে যাচ্চে খেদিয়ে দিচ্চে। একেবারেই ভেঙে পড়েচে। আমার কাছে তো কেঁদেই ফেলল। অথচ একেবারে লেটেস্ট যা লিখচে একেবারে ধুমা— একটার পর একটা জব্বর সব ভূতের গপ্পো। নামগুলো ভাব একবার— 'মাগিবাড়ির পেত্নী', 'গলাকাটা জামাই', 'ঘড়ি-ভূত', 'মড়ার বৌভাত'— ভাব একবার— আর এর মধ্যে যেটা আবার লাস্ট লেখা হচ্চে... দুটো পাতাই লেখা হয়েচে, সেটা জেরক্স করে দিয়েচে আমায়, স্টার্টিংটাতেই ক্যাপ্টার...

— গপ্পোটার নাম?

— 'ব্যাংডোবা ফরেস্টে ভূত'। এবারে শোনো। গদাই মিত্তির পার্ক চেনো তো?

— চিনব না? ওর পেছনেই তো চোলাইয়ের ঠেক।

— ঠিক ধরেচো। ওখানেই আজকে তারা আনন্দ চ্যানেল ওপেন এয়ার টক শো করচে। পুজোর সাহিত্য নিয়ে।

— তাতে আমাদের কী?

— আমাদের বাল। আমরা ওখানে যাব, মাইক কেড়ে নিয়ে বজরাদার নাম ফাটাব, 'ব্যাংডোবা ফরেস্টে ভূত'-এর মুখড়াটা পড়ব, লাখ দশেক বাঙালি হুলো মেনির মধ্যে বজরাদার নামটা ফেটে যাবে, ব্যাস একবার লড়িয়ে দিয়েই ধাঁ!

—তা, কিভাবে কী হবে?

— ভেরি ইজি। বাঞ্চোৎগুলো বড় বড় নিমগাছগুলোর সামনে স্টেজ বানিয়েচে। অন্ধকার হলে আমরা উড়ে উড়ে গিয়ে মগডালের মধ্যে সেঁদিয়ে যাব। টক শো শুরু হবে। আমি সিগন্যাল দিলেই— ডাইভ। ঝপাঝপ কাজ সেরে, সব ভণ্ডুল করে দিয়ে ফুড়ুৎ! ক্লিয়ার?

— ক্লিয়ার!

— ওপর থেকে থান্‌কা ফান্‌কা ঝাড়ব? বা নদ্দমার জল ভরা বেলুন।

— না, না, শুড়্‌ঢা সব মাল তার ওপর ফিমেল সেলিব্রিটিরা থাকবে, মরে ফরে গেলে বেকার ক্যাচাল। তখন আবার পুলিশ বজরাদার অ্যাঁড় ধরে টানাটানি শুরু করবে। দিনকাল যা পড়েচে!

* * *

টক শো বেশ জমে উঠেছে। অ্যাংকারিং করছে মিস পিউ ও ডিমের গায়ে জামাকাপড় জড়ালে যেরকম হয় সেরকম একটি লালু মাল— যাকে বাঙালি মাত্রেই এক নামে চেনে— ডালিম।

— 'এবারে পুজোয় যে উপন্যাসটি নিয়ে সর্বত্র তোলপাড় সেটি হল'— সকলে চুপ— হঠাৎ থামল ডালিম— মিস পিউ কর্ডলেস নিয়ে সরব— 'রোঁয়া'! বিপুল করতালি।

ফের ডালিম— 'বয়ঃসন্ধির সেই কচি কচি অনুভব, প্রথম যৌবনের মোলায়েম যৌনতার মুকুল থেকে শেষে মালদার ফজলির মতো বেড়ে ওঠার কাহিনী হল রোঁয়া— এই রোঁয়ার লেখিকা, আপনাদের সকলের প্রিয় ভামিনী। ভামিনী তুমি স্টেজে চলে এস।' জিনস্ ও পাঞ্জাবি পরা ভামিনী মঞ্চে উঠতে থাকে। তখন মিস পিউ বলে দেয়, 'আমাদের সকলের যিনি

শুধু প্রিয়ই নন, এখনও যিনি পাঠিকাদের হার্টথ্রব সেই এভার ইয়াং নবনী ধর আসছেন— এসে পড়েছেন কবি ও প্রাবন্ধিক মল্লিনাথ বসু, এসে গেছেন সাধুপিয়ারী বড়াল যাঁর রচনায় নর-নারীর সম্পর্ককে ধরে রাখে একদিকে চর্মরোগ বা যৌন ব্যাধি, অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতা, এসে পড়েছেন...

এই সময়ে একটা ম্যাগনাম কেলো ঘটে গেল। পেল্লায় গরম গরম আলোগুলো জ্বলছিল বলে বিদ্ঘুটে নানা টাইপের ডানাওলা পোকা এসে এলোপাথাড়ি উড়ছিল। তারই একটা পথ ভুলে মিস পিউকে কিস করতে গিয়ে মুখে ঢুকে গেল। অঁক্... ঘঁক্... ওরে বাবারে... লাখ দশেক বাঙালি দেখল মিস পিউ প্রায় পড়েই যেত দুলকি স্টাইলে যদি না ডালিম ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলত... এবং এই সময়েই...

উড়ন্ত পোকাগুলোর মধ্যে উল্টোপাল্টা উড়ুক্কু ভাঁজ মারতে মারতে মদন, ডি. এস আর পুরন্দর ভাটকে স্টেজে ল্যান্ড করতে দেখে লাখ দশেক বাঙালি এমনিতেই ধুড়ুয়া পাবলিক, পুরো বাণ্ডিল হয়ে গেল। ততক্ষণে মিস পিউ পোকাটাকে গিলে ফেলেছে এবং মালটা পেটের মধ্যে কামড়াবে ফামড়াবে কিনা ভাবছে। যাই হোক, মদন কর্ডলেস বাগিয়ে বলতে শুরু করে দেয় এবং মদনের কথার সঙ্গে তাল দিয়ে ডি. এস ও পুরন্দর চালাতে থাকে ক্যাওড়া ডান্স!

— ভেবেচেন খুব পড়েচি, না? খুব পড়েচি। যত শালা ছোল— ওই রোঁয়া, বাল, কোঁকড়ামোকড়া, ওই পড়বে। আবে, পাবলিক, আব্বে পাঁচুয়া, পড়েচিস বজরা ঘোষ?

ডি. এস দৌড়ে এসে মুখ বাড়িয়ে বলে,

— পড়েচিস বজরা ঘোষের এপিক— 'খানদানি খানকি'?

পুরন্দর জুড়ে দেয়— দুই খণ্ডে অসমাপ্ত।

ফের মদন শুরু করে,

— বজরা ঘোষ, সাহিত্যসম্রাট বজরা ঘোষ এখন জম্পেস করে ভূতের গল্প লিখচে যা পড়লে ওসব রোঁয়াফোঁয়া হয় খাড়া হয়ে যাবে নয়তো কামিয়ে ফেলতে হবে।

চারপাশে গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়,

— এসব কী হচ্ছে?

— ধরে নামিয়ে দিন। হু ইজ বজরা ঘোষ?

মদন কর্ডলেসে ডবল চিল্লায়,

— চোপ বাঞ্চোৎ, একটা ফ্লাইং কিক ঝাড়ব কখন বুজবি, বজরা ঘোষের 'ব্যাংডোবা ফরেস্টে ভূত'— মুখড়াটা শোন, শুনলে বুজবি লেখা কাকে বলে— 'কলকাতার নামজাদা মাছের ব্যবসায়ী নাড়ু ঢোল একটা হাফ-ফিরিঙ্গি মাগ নিয়ে ব্যাংডোবা ফরেস্টের গেস্ট হয়ে উঠেছিল। সেখানে মাল-মাংস এন্তার পেঁদিয়ে কম্বল চাপা দিয়ে, শুরু হয়েচে কি হয়নি, হঠাৎ ছাদের ওপরে ধুপধাপ! হুপহাপ! হাফ-ফিরিঙ্গি কণ্ঠে আর্তনাদ— গোস্ট! নেটিভ গোস্ট! নাড়ুর হুঙ্কার— কৌন হ্যায়? কৌন হ্যায়! উত্তরে শোনা গেল নিষ্ঠুর অট্টহাসি— হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ'— বল পারবি?

এই সময়ে পর্দা থেকে ছবি চলে যায় এবং ক্যাপশান পড়ে 'অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটায় আমরা দুঃখিত'।

লোকেরা ওদিকে খেপে গিয়ে স্টেজের ওপরে জলের বোতল ছুঁড়তে থাকে। স্টেজ থেকে ফ্যাতাড়ুরা জাম্প করে ওপরে উঠে স্পেসে স্ট্যাচু হয়ে যাওয়ায় বোতল গিয়ে পড়ে লেখকদের ওপরে। তারাও পাবলিকের দিকে বোতল ছোঁড়ে। হুট হাট ঝাড়পিট শুরু হয়ে যায়। মিস পিউকে পাঁজাকোলা করে ডালিম স্টেজ থেকে সরায়। এর মধ্যে আলো নিভে যায়। কে কাকে ক্যালাচ্ছে বোঝা যায় না। যাই হোক আলো ফিরে এলে দেখা যায় বিঘ্নকারীরা কেউ নেই, বেমালুম ভ্যানিশ। রিপোর্ট পেয়ে পুলিশ এসে পড়ে। যাই হোক, তারা আনন্দের বিশেষ অনুষ্ঠানটি আক্ষরিক অর্থেই মাঠে মারা গেল।

* * *

এই ঘটনার দিন তিনেক পরে কলেজ স্ট্রিটের ফেমাস পাবলিশার ভজন দাঁ ফোনে কোনো চুনোপুঁটি প্রকাশককে চমকাচ্ছিল, হঠাৎ দেখল সামনে বাবরি চুল ঢ্যাঙা, বেঁটে কালো গাঁটিয়াল ও খ্যাঁচামারা— তিনটে মাল দাঁড়িয়ে।

— কী চাই?

— বই ছাপাতে।

— হবে না।

মদন বাকি দুজনকে বলে,

— দেখলে, বজরা ঘোষের লেখা কেউ ছাপবে না, বলেছিলাম।

ভজন দাঁ হাঁউমাউ করে ওঠে,

— কী বললেন, বজরা ঘোষ?

— নয়তো কে?

—বসুন! বসুন। ওরে জল দে, চা দে।

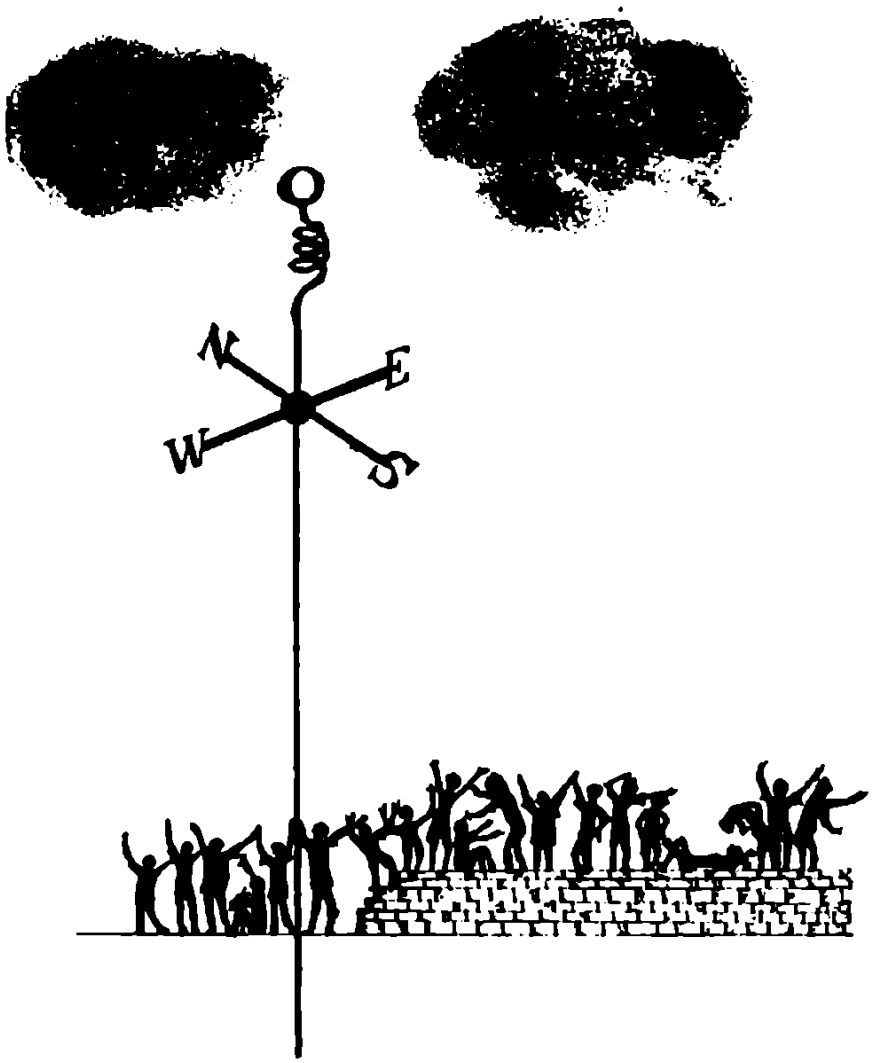
N
E
W
S

ফ্যাতাড়ুর আর. ডি. এক্স

কিছু একটা ঘোটালার আগে ফ্যাতাড়ুরা যে কেন বেমক্কা উটকো জায়গায় মিট করে সেটা নিয়ে একটা গবেষণা হবে হবে বলে শোনা গিয়েছিল কিন্তু বাঙালির যা হয়— ধুনকি ঝিমিয়ে গিয়ে কেলিয়ে পড়ে থাকে— বা জাপানী বা রমণী খোশ তেলও কিছু করতে পারে না। যাই হোক, বজবজের চড়িয়াল বাজারে, কাত্যায়নী সায়া মহলের সামনে মদন আর পুরন্দর ভাট কিম্ভূত কিমাকার একটা বলের মতো দেখতে হেভি ঝাল চপ আর মুড়ি প্যাঁদাচ্ছিল।

— সব জায়গার জানবে একটা ইয়ে মানে পিকিউলিয়ার কিছু থাকবে যেমন এই চপটা। এটা তুমি আবার চাইলেই, ধরো, বাগবাজার বা খিদিরপুরে পাবে না। সেখানে অন্য মাল।

— চপটা কিন্তু জম্পেস।

— ভেতরে হয়তো পচা কুমড়ো প্লাস কচুরিপানা। সিক্রেট ফরমুলা।

জানতে চাও! কোনো ট্যাঁ ফুঁ করবে না। এই হল মজা। কিন্তু ডি. এস-এর হারামিপনাটা কেমন বেড়ে যাচ্চে দেখেচ, কোথাও কখনো টাইম রাখবে না।

— তা লিডার হয়ে তুমি কিছু বলবে না, ও তো খজড়ামি করবেই।

— বলার কিছু বাকি রেখেচি? করে ফেলব ভাবচি এবার।

— কী?

— ভেরি সিম্পল! মার্ডার!

— সোজা হবে না। লাশটাকে সাইজ করা কম কথা নয়।

— ধুস্, মাল খাইয়ে আউট করে উড়তে বেরোব। ঘুমপাড়ানি গান ভাঁজব। মন্তর ফন্তর মাতা থেকে ধাঁ। লেকের ওপর, দশ তলা হাইট থেকে ছেড়ে দেব। গদাম্ করে পড়বে। খতম্। ডুবোজাহাজ কেস, পরের দিন সকালে, লেকে সব মালদার পাবলিক হাঁটতে যায়, দেখবে কচ্ছপ টাইপের, কুমিরও ভাবতে পারে, পেট ফুলিয়ে ভাসচে।

— হবে না।

— কেন হবে না?

— জলে পড়লেই নেশাটা ছুটে যাবে। ওকে চেন না।

— এই অ্যাঙ্গেলটা মাথায় আসেনি। ওই তো আসচে।

— উরিঃ সাঁটি। গাড়িটা বাগালো কী করে?

অটো, সাইকেল, লরির সলিড একটি স্রোত— তারই মধ্যে একটি মুরগির ঝুড়ি নিয়ে একটা ভ্যান রিকশা যার কোণে বসে ব্রিফকেস কোলে ডি. এস। নেমে পড়ল, ভ্যান রিকশাওলার সঙ্গে কী সব কথা বলল, একবার আলগোছে হাতও নেড়ে দিল।

— কিরম মিনি মাগনায় মেরে দিলুম, দেখলে? এই হল ডি. এস। জানবে।

— ট্রেনে টিকিট কেটেছিলে?

— বাল।

— কী ঢপ দিয়ে ভ্যান রিকশা চড়লে?

— বললুম ব্যাটাকে যে আমি হলাম পুলিশের লোক, ডাকাত ধরতে

বেরিয়েছি, কাত্যায়নী সায়া মহলের সামনে দুটো খোঁচোড়কে দাঁড়াতে বলেচি।

পুরন্দর খচে গেল,

— চোর, পকেটমার, রাঁড়ের দালাল— সব হতে রেডি বাট পুলিশের খোঁচোড়? নেভার।

— আরে ছাড়ো না। ফালতু খচে যাও। ডি. এস চপ খাবে? পচা কুমড়ো আর কচুরিপানার পুর, বাইরে ব্যাসন।

— খেতে পারি বাট সঙ্গে মাল চাই।

— গুড আইডিয়া। কয়েকটা চপ পলিব্যাগে নিয়ে আমরা বরং বাংলুর ঠেকে চলে যাই। সেই ভালো।

* * *

অশ্বে চড়ি সৈন্যদল
রাজারা চড়িয়া গজে
কত মাল আসিয়াছে
পণ্যভূমি বজবজে

কুঠিতে সাহেব ছিল
নেটিভ মাগিতে মজে
মশার কামড়ে সবই
টেঁসে গেল বজবজে

ফুর্তি ওড়াতে চাও
হোটেলে অথবা লজে
ছিপে ছিপে চলে যাও
তেলডিপো বজবজে

বাংলা টানিয়া আজ
ভাটকবি তেড়ে ভজে

হেগো পোঁদে জয় জয়
করো সবে বজবজে

পুরন্দর ভাট রচিত এই কবিতাখানি পড়িয়া কেহ যদি উৎসাহবশত বজবজ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে আগ্রহ বোধ করেন তবে তাঁহাকে অবশ্যই শ্রী নকুড়চন্দ্র মিত্র প্রণীত 'বজবজের ইতিহাস' পড়িবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

*　　*　　*

মালের ঠেকেই ঘটনাটা ঘটল। সচরাচর এসব জায়গায় যা ঘটে সেটা হল হড়কা বাওয়াল— চুকচুকিয়া কেস চলছে, চলছে। আচমকা হল্লাগুল্লা, বোতল ভাঙচুর, খেস্তাখেস্তি, টিপঢাপ টিক— বাংলার ঠেকে যাদের লাইফের মেজর একটা পার্ট কেটেছে তারা জানে যে এরকম হবেই। এই ঘটনাটা কিন্তু একেবারেই অন্যরকম। শান্তিপূর্ণ কিন্তু খুবই গুরুত্বমণ্ডিত।

ওরা তো পচা কুমড়ো প্লাস কচুরিপানার গোল বল-চপ আর মাল নিয়ে উবু হয়ে বসেছে, সবে এক পাত্তর করে পেটে পড়েছে, এমন সময় মুণ্ডু ন্যাড়া একটা ব্যাঁকাত্যাড়া পাবলিক কী একটা খবরের কাগজ, আগে চুপচাপ পড়ছিল, হঠাৎ চিল্লিয়ে পড়তে শুরু করল, সঙ্গে টিপ্পনি—

— 'সোমনাথ ফের ফিরতে চান কিন্তু কারাট অনড়'। যে যা চাইচে করতে দে না বাবা অত গাঁইগুঁইয়ের কী আচে?

— 'ফের গৃহস্থর ঘরে বাঘ ঢুকে পড়ল'। লে, রোজ বেড়াল ঢোকে, একদিন না হয় বাঘই ঢুকল। কিছু একটা পেলেই কাঁইমাই— পারি না বাবা!

— 'প্রকাশ্য রাস্তায় শ্লীলতাহানির চেষ্টা, যুবক গ্রেপ্তার'। আরে বাবা, যা করবে করো, রেখেঢেকে, রেখেঢেকে। এদিক ওদিক দুদিক চেয়ে চুমুক মারো দুধের বাটি।

ন্যাড়াটার ওপরে খচে গেল ডি. এস।

— চোদনাটাকে গিয়ে একটু র‍্যাঁদা মেরে আসব?

হাঁ হাঁ করে ওঠে মদন,

— দ্যাকো, ফরেন ল্যান্ডে এসেচো। এটা তোমার গাঁজাপার্ক বা গরচা

নয়, বজবজ। চুপচাপ থাকবে। কার কী সোর্স আমরা জানি না। বলুক না, শুনে যাও। মনে হচ্ছে তবলাবাজ টাইপ!

ন্যাড়া ফের পড়তে থাকে,

— 'হাঁড়ির মধ্যে আর. ডি. এক্স উদ্ধার'। ভাবলে মোয়া, নিদেনপক্ষে কদমা, হাত ঢুকিয়েছ কি গদাম্!

ডি. এস বলে,

— এই আর.ডি. এক্স কেসটা কী বলো তো ? একটা কারণে জানতে চাইচি।

— বোমের মশলা। হেভি। ধরো এই চপের সাইজের। যদি একটা টপকানো যায় এই পুরো ঠেকটা হাওয়া হয়ে যাবে।

পুরন্দর শুরু করে দিল,

— লস্কর ফস্কর ওইগুলোই তো ঝাড়চে। রোজ কাগজে দিচ্চে দ্যাকো না।

— খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, কাগজ মারাচ্চে। যা হোক, এবার শোনো, একটা আধবুড়ো মাল, গদাই মিত্তির পার্কে, রোজ তোমার এই আর. ডি. এক্সের অর্ডার দেয়, মোবাইলে, দিয়েই বিড়ি ধরিয়ে মুতখানায় ঢুকে পড়ে। আরও কীসব বলে।

— বল কি? রোজ? গদাই মিত্তির পার্কে?

— রোজ। আমি তো বিকেল করে বেড়াই ওখানে।

পুরন্দর বলে ওঠে,

— এটা তো জানতুম না যে তুমি রোজ পার্কে হাওয়া খাও।

— হাওয়া ফাওয়া নয়। বডিটা রাখতে হবে তো, হাঁটতে যাই। এখনও একটা কোঁৎকা মারলে তোমার মতো দু-চারটে মাল কেলিয়ে পড়বে।

মদন রেগে গেল,

— সেই মুখ খোলালে তো?

— কেন, কী বলেচি?

— হাঁটতে যাও! বডি! যাও তো ওই ক্রিকেট কোচিং-এর বাচ্চাগুলোর মায়েদের দেখতে। আমি যেন জানি না।

— তা ওরা যদি আসে আমি কী করব?

— এসব ভালো নয়। তোমার তাকানোটা দেখলেই ধরে ফেলবে যে ধান্দাটা ভালো নয়। যা হোক, এখন ঝটপট মালটা ফিনিশ করো। ট্রেন ধরতে হবে।

— বেশ গুছিয়ে বসেছিলাম।

— বসাচ্চি। কাজের একটা ইয়ে বোঝো না। বিকেল করে গদাই মিত্তির পার্কে গিয়ে পৌঁছতে হবে। ওফ্ চিন্তায় পড়ে গেলাম। এসব টেররিস্ট ফেররিস্ট ঘাঁটতে ভালো লাগে? ঝপাঝপ ঢালো! ঝপাঝপ ঢালো!

* * *

ডি. এস চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে উঠল,

— ওই তো। ধুতি, শার্ট পরা খেঁকুড়ে টাইপের মালটা— এনি টাইম বের করবে?

— কী?

— মোবাইল! ওই তো, ওই তো, পকেটে হাত গলাচ্ছে।

পার্কের ভিতর ক্যাচ্‌ব্যাচ্— বাচ্চাগুলো ক্রিকেট স্কুল থেকে বেরিয়ে থপ্‌থপ্ করতে করতে মোটা মায়েদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছে। আনকা পাবলিক, দু-এক পিস পাগল-পাগলি, ফিরিওলা, জোড়ায় জোড়ায় ছোঁড়া-ছুঁড়ি, হেঁপো বুড়ো, কুকুর, চাওয়ালা— এই সব মিলে একটা ব্যাপক কিচায়েন। খেঁকুড়ে মালটা মোবাইল বের করল,

— হ্যালো, আরে বাল ধরতে এত টাইম নাও— হ্যাঁ, লেখ— ও মালের টানফানের গাওনা ছাড়ো— ৫০ পিস আর.ডি. এক্স, ২৫টা সি. ডি. টি, হ্যাঁ রে বাঁড়া... ফের বলছি ৫০ পিস আর. ডি. এক্স, ২৫টা সি. ডি. টি— প্যাক করে ফ্যালো— পাঠাবার পরে একটা মিস্ কল মারবে... হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো...

ডি. এস যা বলেছিল হুবহু মিলে গেল। মোবালইটা পকেটে ঢুকিয়ে ধুতি ফাঁক করতে করতে খেঁকুড়ে মালটা মুতখানায় ঢুকে গেল।

কী করবে এবার?

— ভাবচি! কেসটা আর আমাদের হাতে রাখা ঠিক হবে না।

— কার হাতে দেবে?

— এই জায়গাটা পড়চে বাদুড়পাড়া থানার আন্ডারে। কী বল পুরন্দর?

— ও পুলিশফুলিশ আমি জানি না, জানতে চাইও না।

— আমি তো কিছুই বাঁড়া বুঝতে পারচি না। বজবজে বসে কোতায় গোল চপ দিয়ে মাল প্যাঁদাব তা না শালা বাদুড়পাড়া থানা; যাবে নাকি? যদি ধরে?

— কেন? ধরবে কেন? ভালো খবর নিয়ে যাব, ধরাধরির কিছু তো নেই। ধরলেই হল?

* * *

বাদুড়পাড়া থানার ও.সি. জটাধারী ভরদ্বাজ ফোনে তখন তড়পাচ্ছিল,

— কেন? ছেড়ে দেব কেন? ড্রাই ডে-তে ব্ল্যাকে মাল বেচছিল, ধরা হয়েছে, এতে এত তুলকালাম... না... ধ্যুস। জটাধারী ঘটাং করে ফোনটা রাখতেই দেখলেন টেবিলের সামনে তিনজন। এত চুপচাপ ঘরে ঢুকে পড়েছে যে কেউ টেরই পায়নি।।

— কী চাই আপনাদের?

— কিছুই চাই না। ঝুটঝামেলা আমাদের একেবারেই ধাতে সয় না। কী বলো?

ডি. এস ও পুরন্দর মাথা নাড়ে,

— সেই তো! সেই তো!

— কিছু চাই-ফাই না, স্ট্রেট একেবারে ও. সি-র ঘরে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

— বুঝিয়ে দিচ্চি। মাথা ঠাণ্ডা করে শুনুন, নো গ্যাজড়া হুলো বিজনেস। আপনি চাইলে আমাদের ধরে ক্যালাতে পারেন কিন্তু একবার যদি চাউর হয়ে যায় যে আপনার থানাতেই গাড়ি গাড়ি আর. ডি. এক্স পাচার হচ্চে আর আপনি নাকে মাস্টার্ড অয়েল মেরে ঘাপটি মাল হয়ে আচেন তখন কেসটা কী দাঁড়াবে ভেবে দেকেচেন?

— আর. ডি. এক্স!

— তবে? ছুটকোছাটকা মাগপাচারের কেস হলে কি তিন ভায়ে মিলে আপনার ঠেঙে বডি ফেলতাম!

গদাই মিত্তির পার্ক। ডি. এস-এর বৈকালিক ভ্রমণ! খেঁকুড়ে ধুতি শার্ট! আর. ডি. এক্সের অর্ডার!

— বলো কী ভায়া! ধরতে পারলে তো মেডেল ফেডেল মেরে দেব। এইবার বুঝবে জটাধারী ভরদ্বাজ কী মাল! ভেবেছিলে পানিশমেন্ট পোস্টিং দিয়ে ঢাকনাচাপা দিয়ে রাখবে? যা বেরোবার তা বেরোবেই।

এক্সাইটেড জটাধারী টুপি খুলে ফেলল। জটা-ফটা কিছুই নেই। চকচক করছে দশাসই টাক।

* * *

বিকেলবেলার গদাই মিত্তির পার্ক। যথারীতি চারদিকে ক্যাঁক্ ম্যাক্ চলছে। পার্কটায় লাস্ট কবে ঘাস বেরিয়েছিল সেটা কেউ জানে না। ফ্যাতাড়ুরা বসে বাদাম খাচ্ছিল। 'জয় বজরং বোলি!' 'জয় হনুমানজী!' হুঙ্কার দিচ্ছিল এক জটাধারী সাধু। তাকে ঘিরে হাগার মতো উবু হয়ে বসা কয়েকটা লোক।

খেঁকুড়ে এগিয়ে আসে। এক হাতে মোবাইল, এক হাতে বিড়ি। নোংরা ফাটা-কলার শার্টের বুকপকেটটা ঠাসা বলে ঝুলে পড়েছে।

— অত দেরি করলে কেন মাল পাঠাতে? তা বউ শ্বশুরবাড়ি যাবে তো আমরা কী করব? চুষব? গাণ্ডু কোথাকার। নাও, লেখ— ৩০টা আর. ডি. এক্স, ১০টা সি. ডি. টি— এই সেকেন্ড মালটার ডিম্যান্ড...

কথা ফুরোবার আগেই জটাধারী সাধু 'জয় হনুমানজী' বলে ঝুলির থেকে যে পিস্তল বের করেছিল সেটা টেগার্টের আমলে লাস্ট ফায়ার হয়েছিল।

— 'পাকড়ো! পাকড়ো!'

তিনজন প্লেন ড্রেস কনস্টেবল ভুঁড়ি দিয়ে খেঁকুড়েকে ঠেসে ধরে। ওদিকে সাধুর জটা খসে পড়ে এবং বাদুড়পাড়া থানার ও. সি জটাধারী ভরদ্বাজের ফেমাস টাকটা দেখা যায়।

খেঁকুড়ে চেঁচায়,

— ছেলেধরা! ছেলেধরা! বাঁচাও বাঁচাও!

— চোপ! নো ছেলেধরা! আমরা পুলিশ। অ্যাই পাণ্ডে থাবড়ে থুবড়ে দ্যাখ তো ধুতি-কা অন্দর এ. কে. ফর্টিসেভেন-টেভেন আচে কিনা।

পাণ্ডে সুর করে বলে ওঠে,

— ধোতিকা নিচে কেয়া হ্যায়? চোলিকা পিছে কেয়া হ্যায়?

খেঁকুড়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে,

— মুতব স্যার! হেব্বি পেয়ে গ্যাচে!

* * *

ফ্যাতাড়ুরাও অ্যারেস্টেড টেররিস্টের সঙ্গে থানায় গেল।

ডি. এস বলে,

— এক্ষুনি কি প্যাঁদাতে শুরু করবে?

— না। না। আগে নামধাম সব জিজ্ঞেস করবে। ইন্টারোগেট করবে। তারপর ডাল রুটি খেতে দেবে। তারপর ক্যালাবে।

— মালটার ফর্মা দেখে মনে হচ্চে না-ও মারতে পারে। যদি মরেফরে যায়?

লোকটার নাম বিরিঞ্চি রুইদাস। থাকে ব্যাঁটরায়। কাজ করে হালদার শাড়ি মিউজিয়ামে। জটাধারী চিনতে পারে।

— চিনি, চিনি। মেয়ের বিয়ের সব শাড়িফাড়ি তো ওখান থেকেই বউ কিনেছিল।

ফোন গেল। বেশি টাইম লাগল না। হালদার শাড়ি মিউজিয়ামের মালিক কচি হালদার চলে এল। মোটকা মাল, সিল্কের পাঞ্জাবি, সোনালি ঘড়ি, হাতে পানপরাগের কৌটো।

— আমার লোক মানে বিরিঞ্চিকে ধরেচেন কেন? বাপের আমল থেকে দোকানে কাজ করচে। কী করেচে ও যে ধরেচেন?

— টেররিস্ট বলে।

— মানে?

— মানে যা তা-ই। রোজ আর. ডি. এক্সের অর্ডার দিচ্চে, আরও কিসব চাইচে। একটা দুমদাম কেস হয়ে যেতে কতক্ষণ? এবার কি বলবেন?

— ও কি নিজে নিজে আর. ডি. এক্সের অর্ডার দিয়েচে? আমি দিতে বলেচি। দিয়েচে। আবার দেব।

—ইল্লি। দিলেই হল। আর.ডি. এক্স'গুলো কোতায়?

— হেভি ডিমান্ড। পড়তে পায় না। এল তো হাওয়া।

— আপনাকেও তো অ্যারেস্ট করব।

— কেন, অন হোয়াট গ্রাউন্ড?

— শাড়ির দোকান থেকে বোমা বাজারে ছাড়ছেন।

— কোন বাঞ্চোৎ বলে বোমা বেচছি। আর. ডি. এক্স' কী বলুন তো।

— ওই বোমাফোমা হবে।

— বাল!

— তবে কী?

—জানবেন না শুনবেন না, আসলি মাল ধরবেন কী করে? সুপারডুপার হিট ছবি। 'রাত দিন সেক্স'-এর নাম শুনেচেন?

— শুনব না কেন, দেকেওচি!

— ওই ছবির নামে যে শাড়ি সেটার নাম আর. ডি. এক্স। যেমন সি. ডি. টি হল 'চিরদিনই তুমি যে আমার'। ছোট করে নাম দেওয়া। যেমন সিপিএম, টিএমসি।

—যাঃ শালা।

* * *

গদাই মিত্তির পার্কে তিনজন ফ্যাতাড়ু বসেছিল। মদন দাঁত খুলে পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে বলল,

— পুরো চোদু বনে গেলাম, দেখলে, লাকটাই খারাপ।

— এর চেয়ে বরং বজবজে বসে মাল আর চপ প্যাঁদানোই ছিল ভালো।

—তাহলে মদনদা, এখন আমরা কী করব?

— চল, তেড়ে মাল খাই। মাল টেনে গঙ্গার ওপর দিয়ে উড়লে মেজাজটা ফুরফুরে হয়ে যাবে।

ঐ ঝোলে ঐ ঝোলে
দাদামশায়ের থলে
যদি ফাটে দুম করে
গোলেমালে, তালেগোলে

ভাট কবি বলে তাই
না করিয়া গজগজ
চলো সবে বজবজ
চপসহ মাল খাই
বেকার ঝামেলা নাই
ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই...